গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

খাদ্য অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

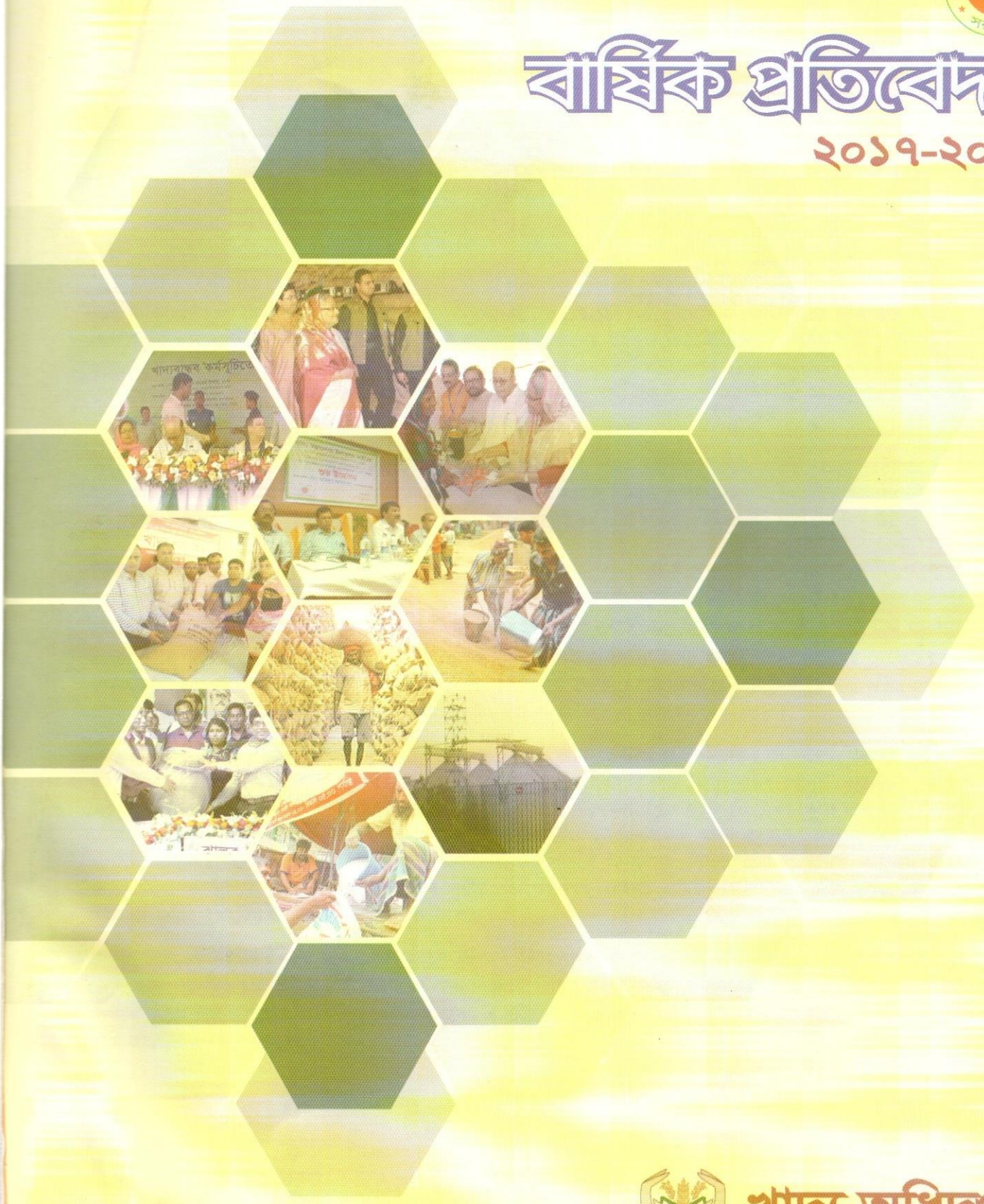

খাদ্য অধিদপ্তর

বাণী

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে সরকার এবং জনগণকে অবহিত করাই এ প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্দেশ্য। এ প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশেষ করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য স্থান পেয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরসহ দীর্ঘ মেয়াদী তথ্য ছক ও লেখচিত্র আকারে সন্নিবেশিত হওয়ায় তা আরো তথ্যবহুল হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

আধুনিক ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের খাদ্য মজুত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অধিদপ্তর দেশব্যাপী খাদ্য গুদাম সংস্কার, নতুন গুদাম নির্মাণ ও আধুনিক সাইলো নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে। আশা করা যায় ২০২১ সালে সরকারের খাদ্য মজুত সক্ষমতা ৩০ লাখ মেঃ টনে উন্নীত হবে।

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের মাধ্যমে উৎপাদক কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদান, খাদ্য শস্যের বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা ও সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করায় কৃষকগণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত হচ্ছেন। পাশাপাশি খাদ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয়তার নিরীখে খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানিও অব্যাহত রেখেছে। তবে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হাওড় এলাকায় বোরো/১৭ এর ফসলহানিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চালের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পায়। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা টেকসই করার জন্য হাওড় এলাকার ফসল রক্ষায় দীর্ঘ মেয়াদী দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা জরুরী।

নিরন্ন মানুষের বিষন্ন মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত নিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের পথ চলা। সে লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালবাসায় সিক্ত 'খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী' বাস্তবায়ন করছে। দেশের হতদরিদ্র মানুষের জন্য 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ' শ্লোগানযুক্ত ১০ টাকা কেজি দরে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে(৫০ লক্ষ পরিবার) চাল দেয়ার এ কর্মসূচী জনগণের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এছাড়া,খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নে ই-নথিসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহন করেছে।সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যেমনঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA), শুদ্ধাচার, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদির সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে।

দেশের উন্নয়নের অংশীদার খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনটি জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩০.০২.১৮

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

আমাদের কথা

১৯৪৩ সালে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্য সরবরাহের জন্য বেংগল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করা হয়।পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে আজকের খাদ্য অধিদপ্তর পুনর্গঠিত হয়। এর পর থেকে খাদ্য অধিদপ্তর দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, মজুদ গঠন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশে খাদ্য ব্যবস্থাপনার হাল শক্তভাবে ধরে রেখেছে। খাদ্য মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা। দেশের মানুষের এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাজারে খাদ্য শস্য সরবরাহের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখে মূল্য সঠিক পর্যায়ে রাখার দায়িত্বটি খাদ্য অধিদপ্তর অবিরাম পালন করে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল হানি হওয়ায় চালের সরবরাহ বিঘ্নিত হয় এবং বাজার দর উর্ধ্বমুখী ছিল। খাদ্য অধিদপ্তর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তখন অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের সাথে সাথে বৈদেশিক সংগ্রহের (আমদানীর) মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য চাহিদা পূরণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDGs) বাস্তবায়ন করে চলছে। খাদ্য অধিদপ্তর SDG এর লক্ষ্য ০১ ও ০২ তথা দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধামুক্তির লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির মাধ্যমে অতি দরিদ্র ও অক্ষমদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুধা দূরীকরণ ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে খোলা বাজারে চাল ও আটা বিক্রি এবং দরিদ্রদের মাঝে পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে এবং পল্লি অঞ্চলের হত দরিদ্র জনসাধারণকে প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার নীতিতে কাজ করার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর প্রতিবছর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ, এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার তথ্য স্থান পেয়েছে। ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য অধিদপ্তরের সদস্যগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(এ. কে. এম. ফজলুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

প্রকাশক

খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১৮

স্বত্ব

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রনঃ আহসান প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্র	iv
	সারণী তালিকা	vi
	লেখচিত্র তালিকা	vi
	আলোকচিত্র তালিকা	vi
	সারসংক্ষেপ	vii
১.০	ভূমিকা	১
২.০	সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী	
	২.১ সাংগঠনিক কাঠামো	২
	২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম	৩
৩.০	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন	৫
	৩.১ প্রশাসন	৫
	৩.১.১ সংস্থাপন	৫
	৩.১.১.১ শুদ্ধাচার বিষয়ক	৭
	৩.১.১.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৭
	৩.১.২ তদন্ত ও মামলা	৮
	৩.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি)	৮
	৩.২ প্রশিক্ষণ	৯
৪.০	খাদ্য পরিস্থিতি (২০১৭-১৮)	
	৪.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি	১০
	৪.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি	১১
	৪.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি	১১
	৪.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	১২
৫.০	সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১৪
	৫.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ	১৪
	৫.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১৫
	৫.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ	১৬
	৫.১.৩ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	
	৫.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ	১৬
	৫.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS)	১৭
	৫.২.২ আর্থিক খাত	১৮
	৫.২.৩ অ-আর্থিক খাত	১৯
	৫.২.৪ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর	
	৫.৩ খাদ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুত ব্যবস্থাপনা	২০
	৫.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহন	২১
	৫.৩.২ খাদ্যশস্য মজুত	২২
	৫.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদান	২২
	৫.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয়	

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫.৪	পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম	
৫.৪.১	নতুন নির্মাণ কাজ	২২
৫.৪.২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	২২
৫.৪.৩	ই-জিপি কার্যক্রম	২২
৫.৪.৪	খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	২২
৫.৪.৫	নতুন লিফট ক্রয়	২৩
৫.৪.৬	ময়েশ্চার মিটার ক্রয়	২৩
৫.৪.৭	কীটনাশক ক্রয়	২৩
৫.৪.৮	গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়	২৩
৫.৪.৯	আনলোডার ক্রয়	২৩
৫.৪.১০	কাঠের ডানেজ ক্রয়	২৩
৫.৪.১১	স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	২৩
৬.০	**উন্নয়ন**	
৬.১	সারাদেশে ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	২৪
৬.২	আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প	২৪
৭.০	**বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম**	
৭.১	বাজেট ব্যবস্থাপনা	২৫
৭.১.১	খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটর সার-সংক্ষেপ	২৫
৭.১.২	খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	২৫
৭.২	নিরীক্ষা	
৭.২.১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২৭
৭.২.২	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন	২৭
৭.২.৩	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপ'২০১৭ কার্যক্রম	২৮
৭.২.৪	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার তৈরি	২৮
৭.৩	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	
৭.৩.১	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	২৯
৭.৩.২	দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	২৯
৮.০	**আইসিটি কার্যক্রম**	
৮.১	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট	৩০
৯.০	**শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)**	৩১

সারণীর তালিকা

সারণী	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা	৪
০২	সার্বিক খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতি (অভ্যন্তরীণ)	১০
০৩	মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	১১
০৪	আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	১৩
০৫	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) আমদানির তুলনামূলক চিত্র	১৫
০৬	পিএফডিএস খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	১৮
০৭	২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর	১৯
০৮	২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিবহণ ঠিকাদারের বিবরণ	২০
০৯	২০১৭-১৮ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমান	২১
১০	২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ	২১
১১	ব্যয় বাজেট (২০১৭-১৮)	২৫
১২	প্রাপ্তি বাজেট (২০১৭-১৮)	২৫
১৩	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০১৭-১৮)	২৬
১৪	২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম	২৭
১৫	২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যাবলী ও বার্ষিক প্রতিবেদন	২৭
১৬	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম/২০১৭	২৮
১৭	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম	২৯

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য	৫
০২	খাদ্য অধিদপ্তরের পদোন্নতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য	৬
০৩	২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখার কার্যক্রম	৯
০৪	২০১৭-১৮ অর্থবছর খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি	১১
০৫	মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	১২
০৬	খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	১২
০৭	আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্য পরিস্থিতি	১৩
০৮	অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ পরিস্থিতি	১৫
০৯	সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা	১৬
১০	পিএফডিএস খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	১৯
১১	২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর	২০
১২	সরকারিভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের শতকরা হার	২০
১৩	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	২৯

আলোকচিত্রের তালিকা

আলোকচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	১৭
০২	ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে চাল ও আটা বিক্রয়	১৭
০৩	খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	২৩
০৪	চলমান খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ	২৪
০৫	পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম	২৪

সারসংক্ষেপ

(২০১৭-১৮)

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকদের নিকট হতে সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে চাল সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

দেশে সরকারিভাবে ২১ লাখ মে.টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম ও সাইলো রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত রাখার লক্ষ্যে বোরো, আমন, গম মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে তা মজুত করা হয়। এছাড়া চাহিদার তুলনায় দেশে গম উৎপাদন কম হওয়ায় সরকারীভাবে গম আমদানি করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে ৩৬২.৭৮ লাখ মে.টন চাল এবং ১১.৫৩ লাখ মে. টন গম উৎপাদিত হয়। এ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪.০৯ লাখ মে. টন চাল সংগ্রহ করা হয় কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কোন গম সংগ্রহ করা হয়নি। বৈদেশিক উৎস হতে সরকারিভাবে ৮.৮৬ লাখ মে.টন চাল আমদানি করা হয় এবং ৫.০৫ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়। বেসরকারিভাবে ৩০.০৭ লাখ মে.টন চাল এবং ৫৩.৭৬ লাখ মে. টন গম আমদানি করা হয়। সরকারি ও বেসরকারিভাবে সর্বমোট ৩৮.৯৩ লাখ মে. টন চাল এবং প্রায় ৫৮.৮১ লাখ মে. টন গম আমদানি করা হয়। অর্থাৎ দেশে সর্বমোট প্রায় ৯৭.৭৪ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি করা হয়।

অপরদিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ২০.৩৩ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে চাল ১৬.৩৩ লাখ মে. টন এবং গম ৩.৯৯ লাখ মে. টন ।

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্য পোর্ট হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক, নৌ ও রেল পথে পরিবাহিত হয়, যার মধ্যে চাল ১০.১৩ লাখ মে. টন এবং গম ৫.২২ লাখ মে. টন। রেল পথে ৬%, নৌ পথে ২৪% এবং সড়ক পথে ৭০% খাদ্যশস্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি গুদামে সর্বোচ্চ মজুত ছিল ১৪.৮৫ লাখ মে. টন এবং সবনিম্ন ৩.০৪ লাখ মে. টন। এ অর্থবছরে দেশে চালের বাজার দর স্থিতিশীল থাকলেও গমের বাজার দর উর্ধ্বমূখী ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে চালের FOB মূল্য জুলাই/১৭ তে নিম্নমূখী থাকলেও তা পরবর্তী মাসগুলোতে বাড়ে কিন্তু ভারতে চালের FOB মূল্য জুলাই/১৭ মাসের তুলনায় পরবর্তী মাসগুলোতে হ্রাস পায়। অপরদিকে গমের FOB মূল্য কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল ও ইউএস বাজারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজার দর বৃদ্ধি পায়।

খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৮টি এবং ৫০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১১৪টি গুদামসহ মোট ১৬২টি গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মোট ৭,৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ, মধুপুর ও ময়মনসিংহ সাইটে ৩টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন খাদ্য মজুত ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের সহযোগীতায় মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যসত্বভোগীর দৌরাত্ব হ্রাস পাবে। ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।

১.০ ভূমিকা

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রধান। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দির চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে "বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ" প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এরপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মেটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুত ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৪ সালের ৪২ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৯ সালের ১৬৮ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে 'খাদ্য বিভাগ' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ' নামে দুটি বিভাগে রূপান্তর করা হয়। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২ সালের ৯৬ নং প্রাজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দু'টি বিভাগকে দু'টি পৃথক মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। এখন খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি স্বতন্ত্র ও জনগুরুত্বপূর্ন মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ন একটি দেশ। ১৯৭১ সালের তুলনায় বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হওয়া এবং আবাদযোগ্য জমি ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান, সার, বীজ, কীটনাশক ও প্রযুক্তি সুলভ ও সহজলভ্য করায় ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশ খাদ্যে, বিশেষত চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করেছে। তবে এখনও জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দরিদ্র ও আয় বৈষম্যের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। এতে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতা বাড়লেও অঞ্চল ও সামাজিক স্তর বিন্যাস ভেদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ। দুর্যোগকালীণ সময়ে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে গত ৬ মে,২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পাঁচ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন হয়। ইতোমধ্যে উপকারভোগীদের মধ্যে মোট ২০,৫০০ টি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে।

সাংবিধানিকভাবে জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ দায়িত্ব পালন করতে খাদ্যশস্যের সরবরাহ বাড়ানো ও বাজার দরের স্থিতিশীলতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ কাজে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দেশের বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা রোধ এবং খাদ্যশস্যের মজুত ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দরপত্রের মাধ্যমে এবং 'সরকার হতে সরকার' পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ নিশ্চিত করে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিতরণ অব্যাহত রাখছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নব নির্মিত ৮টি খাদ্য গুদাম হস্তান্তর হওয়ায় মোট ধারণক্ষমতা ৭,৫০০ মে.টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.১ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়।

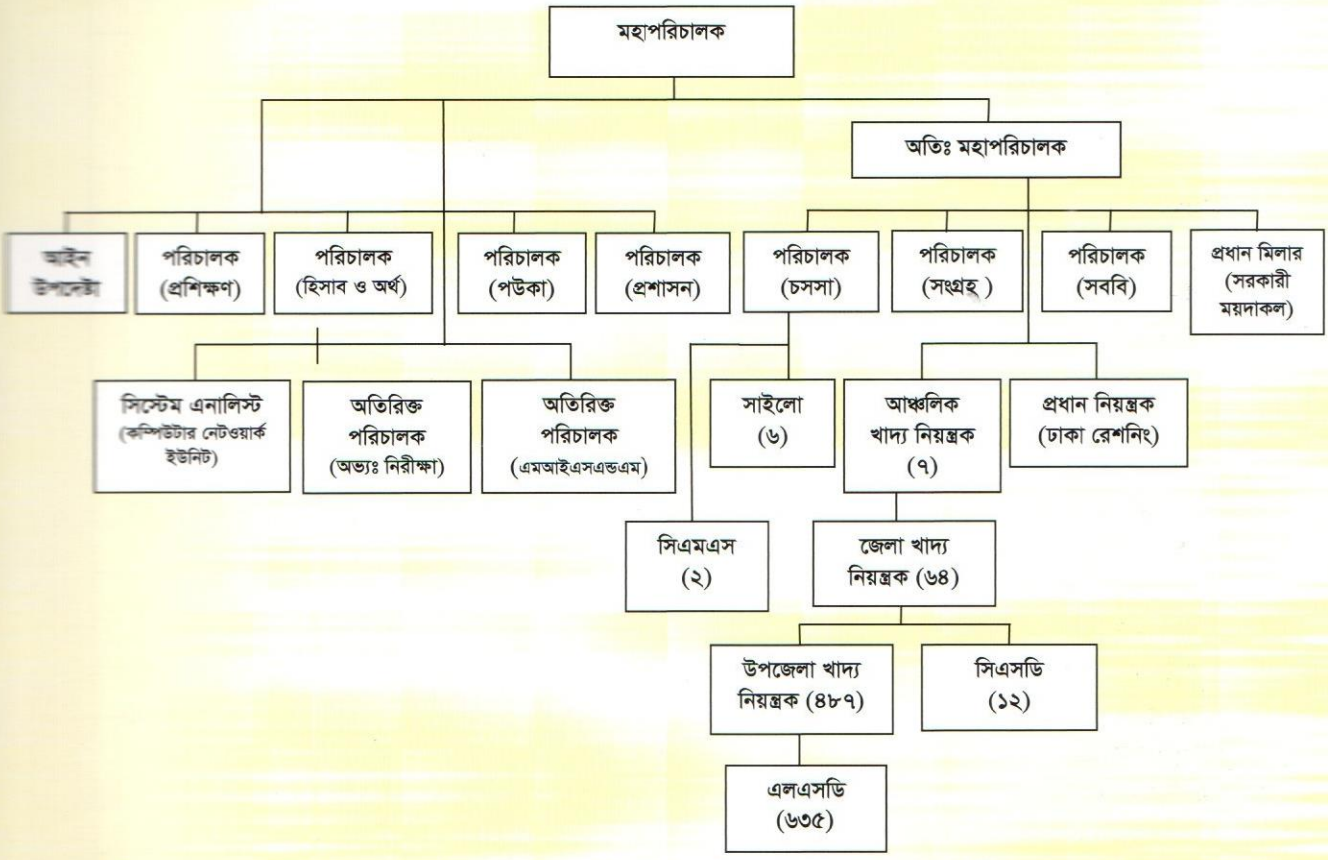

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক ও ২টি অনুবিভাগে ২ (দুইজন) অতিরিক্ত পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারা দেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- জরুরী গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- আপদকালীন মজুত গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুদ);
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা সৃজন করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস);
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ,সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা;
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- পেশাদারী, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

কার্যক্রমঃ

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- নিরবিচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প (স্কীম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভৌজ্য তৈল, লবন ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গুনগত মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের মজুত ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন কারা;
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- এ অধিদপ্তেরর উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করা।

সারণী ০১ ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা
০১।	মহাপরিচালক	১
০২।	অতিঃ মহাপরিচালক	১
০৩।	আইন উপদেষ্টা	১
০৪।	পরিচালক	৭
০৫।	প্রধান মিলার	১
০৬।	অতিঃ পরিচালক	৮
০৭।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং	১
০৮।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৭
০৯।	সাইলো অধীক্ষক	৬
১০।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক/উপ-পরিচালক(কারিগরী)/সহঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিনিয়র প্রশিক্ষক	১০২
১১।	রক্ষণ প্রকৌশলী	৬
১২।	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ইন্সট্রাক্টর/ম্যানেজার সিএসডি/নির্বাহী কর্মকর্তা(মিল)/প্রশাসনিক কর্মকর্তা(সাইলো)	৭১
১৩।	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সহঃ পরিচালক/ম্যানেজার পিইউপি/সহঃ প্রধান মিলার	২৪
১৪।	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১৫।	প্রোগ্রামার	১
১৬।	সহঃ প্রোগ্রামার	৩
১৭।	রসায়নবিদ	১
১৮।	সহঃ রসায়নবিদ	৮
১৯।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৩৭
২০।	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই)	৬
২১।	২য় শ্রেণী	১,৭৫৭
২২।	৩য় শ্রেণী	৫,৪১৬
২৩।	৪র্থ শ্রেণী	৫,৬১০
	মোট জনবল	১৩,৬৭৬

উৎস ঃ সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

৩.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৩.১ প্রশাসন

৩.১.১ সংস্থাপন

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা জন্য ১৩,৬৭৬টি পদের মঞ্জুরী রয়েছে, যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৮৮৪৪ জন। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরীকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য প্রদত্ত হলো:

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা (২য় হতে ৯ম গ্রেড)	২৩৬	৯১	১৪৫
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড)	৬৫৭	৫০৮	১৪৯
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	১৭৫৭	১১৩৮	৬১৯
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	৫৪১৬	২৪৭৯	২৯৩৭
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	৫৬১০	৪৬২৮	৯৮২
মোট=	১৩৬৭৬	৮৮৪৪	৪৮৩২

লেখচিত্র ১ : খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

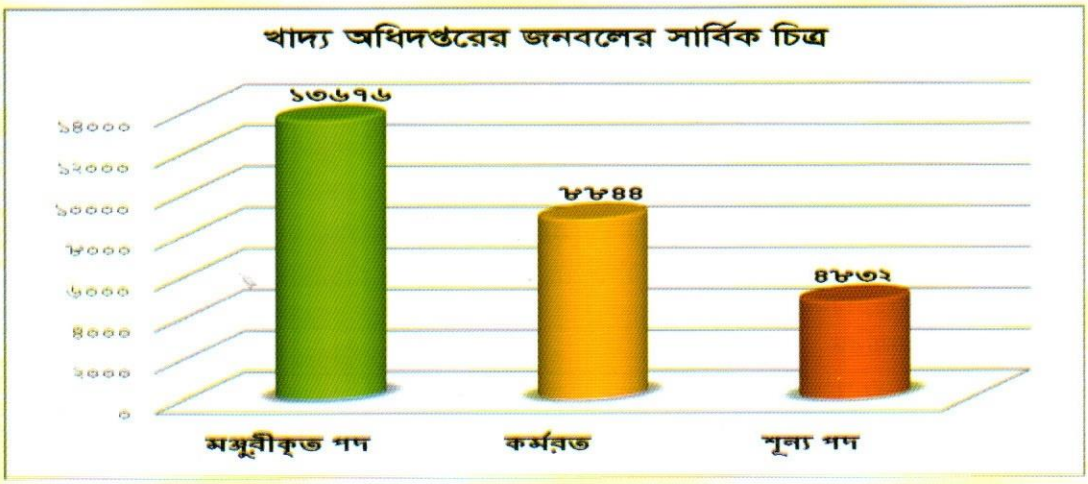

১ম শ্রেণির ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদে ৩৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের মধ্য (নন-ক্যাডার, ১ম শ্রেণি) হতে বি.সি.এস (খাদ্য) ক্যাডারে এনক্যাডারমেন্টের জন্য জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ৫০ (পঞ্চাশ) জনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ৩৩তম বিসিএস (নন-ক্যাডার) হতে খাদ্য পরিদর্শক (২য় শ্রেণি) পদে ৪৫জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৭ জন যোগদান করেছেন। ৩৬তম, ৩৭তম ও ৩৮তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছেঃ

পদের শ্রেণী	১ম শ্রেণির সাধারণ (ক্যাডার)	১ম শ্রেণির ক্যাডার কারিগরী	১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার	২য় শ্রেণির নন-ক্যাডার
৩৬ তম বি.সি.এস	১১ টি	৬ টি		১২০
৩৭ তম বি.সি.এস	৫ টি	১ টি	৪৭	৭৫
৩৮ তম বি.সি.এস	৫ টি	২ টি		
৩৯ তম বি.সি.এস	৩ টি	৫ টি		
মোট=	২৪ টি	১৪ টি		

২৯-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ জারি করা হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ হওয়ার প্রেক্ষিতে ২৪ ক্যাটাগরীর ১১৬৬ টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৬৬৬ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদোন্নতির তথ্যঃ

ক্র. নং	যে পদ হতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	যে পদে পদোন্নতির আদেশ দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	পদোন্নতির সংখ্যা
১	উচ্চমান সহকারী/অডিটর/ হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর / সমমান বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-	প্রধান সহকারী/ হিসাবরক্ষ/ সুপারিনটেনডেন্ট/প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক/ সমমান বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০/-	১১৮
২	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০/-	৪২
৩	স্প্রেম্যান/নিরাপত্তা প্রহরী বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০/-	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	১২৮
৪	পিইউপি অপারেটিভ বেতন স্কেল: ৯০০০-২১৮০০/-	সহকারী অপারেটর বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-	৪
৫	প্রধান মেকানিক/ সহকারী ফোরম্যান/ ওয়েল্ডার/ মিলরাইট/ ইলেকট্রিশিয়ান/ ভি-ইলেকট্রিশিয়ান/ সমমান বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	ফোরম্যান/ মেকানিক্যাল ফোরম্যান/ ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-	১১
মোট			৬০৩

লেখচিত্র ২ : খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য:

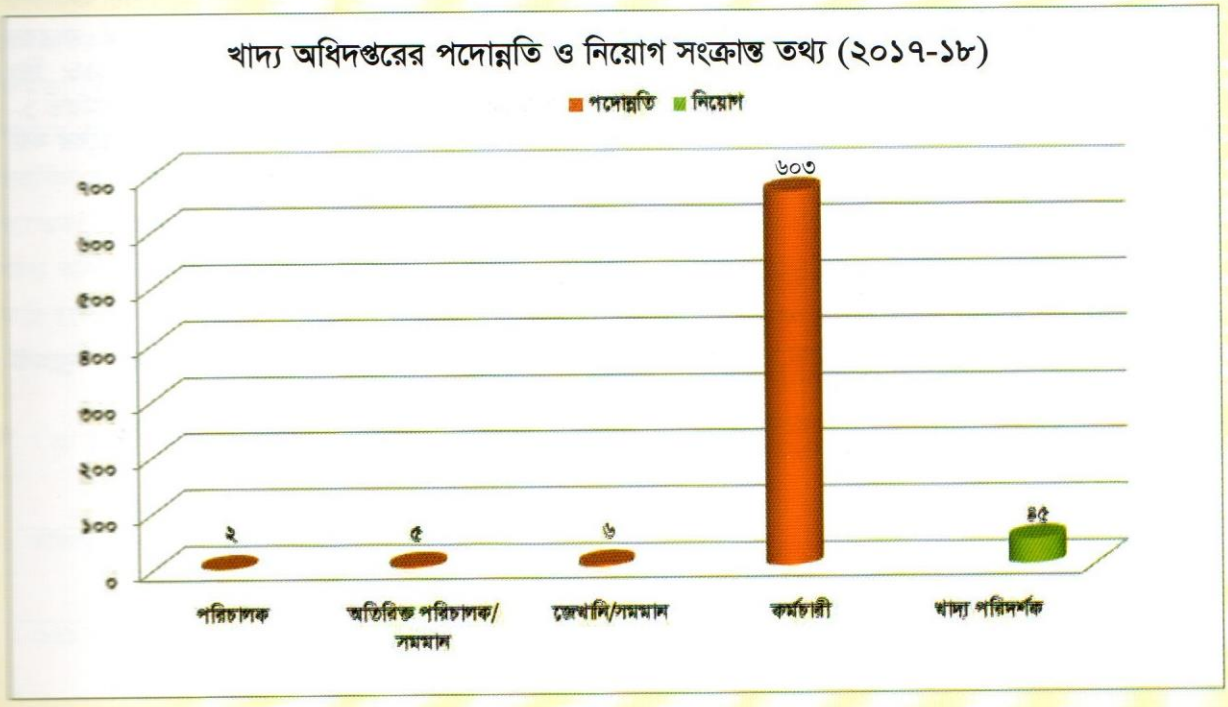

এছাড়া ক্যাডার পদে আপগ্রেডেশনের প্রস্তাব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সারাদেশে বিভিন্ন স্থাপনা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/পদ সৃজনের কাজও গ্রহণ করা হয়েছে।
খাদ্য মন্ত্রণালয়ে যে সকল স্থাপনাসমূহের নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে তাদের নামের তালিকা:

ক্র. নং	স্থাপনার নাম	নতুন সৃজনের জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা
১	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ	০৪
২	মোংলা সাইলো, খুলনা	১৭৫
৩	পোস্তগোলা সরকারী আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা	৫৪
৪	মেইনটেন্যান্স ইউনিট	৯২
৫	৮ টি স্টীল সাইলো (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, মহেশ্বরপাশা, মধুপুর, আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ)।	৭১৮
৬	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ	১৩
৭	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, গুইমারা, খাগড়াছড়ি।	০৪
৮	কেন্দ্রীয় আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আঞ্চলিক আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আঞ্চলিক আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার- ডিউটি স্টেশনে ০৬ (ছয়) টি ডিভিশনাল ল্যাবরেটরী	৬৮
৯	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম	০৪
১০	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ওসমানী নগর, সিলেট	০৪
১১	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী	০৪
১২	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, লালমাই, কুমিল্লা	০৪

৩.১.১.১ শুদ্ধাচার বিষয়ক ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের সংস্থাপন শাখা হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তর হতে ২৭/৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১১৩৯ নং স্মারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাদ্য ভবনে কর্মরত ১-১০ম গ্রেডভুক্ত ০১ (এক) জন কর্মকর্তা ও ১১-২০ গ্রেডভূক্ত ০১ (এক) জন কর্মচারি এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ের ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৩.১.১.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

- খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগে ওয়েটিং রুম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- খাদ্য ভবনের প্রতিটি তলায় বিশুদ্ধ খাবার পানির ফিল্টার বসানোর কাজ করা হয়েছে।
- খাদ্য ভবনের প্রধান গেইট, গার্ডরুম ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারিদের স্মরণে মনুমেন্ট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ডিজিটাল হাজিরা খাদ্য ভবনের প্রত্যেক তলায় স্থাপনের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি ও প্রস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩.১.২ তদন্ত ও মামলাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ ও নবপ্রণয়নকৃত ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তর হতে ১৫৪ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১ জনকে অব্যাহতি, ৬৫ জনকে লঘুদন্ড এবং ০৬ জনকে গুরুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় হতে ১১তম গ্রেড হতে ২০ তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদন্ডের আওতায় বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত এ.টি মামলার সংখ্যা (চলমান) ১৬ টি, এ.এ.টি মামলার সংখ্যা (চলমান) ১০ টি, রিট মামলার সংখ্যা (চলমান) ৭৩ টি, সিপিএলএ মামলার সংখ্যা (চলমান) ১৮টি, রিভিউ মামলার সংখ্যা (চলমান) ৫টি, কনটেম্পট মামলার সংখ্যা (চলমান) ৭টি।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আনীত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		
	অব্যাহতি	লঘুদন্ড প্রাপ্ত	গুরুদন্ড প্রাপ্ত
১৫৪	৪১	৬৫	৬

উৎস: তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি):

খাদ্য অধিদপ্তরের, প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পি আর এল ও পেনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা- কর্মচারিদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতর গ্রেড, সম্মানীভাতা, মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট প্রদান (মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ছকে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস/মাসিক/ বাৎসরিক), আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমন বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা, ধোলাইভাতা, নাস্তাভাতা, বেতন সমতাকরণ এবং কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় পি আর এল, পেনশন মঞ্জুরী ও জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণের ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তরের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পি আর এল, পেনশন ও সাধারণ ভবিষৎ তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরকরণ কাজ অধিকতর গতিশীল হয়েছে। ফলে অবসরভোগীরা সহজেই অবসর ভাতা পাচ্ছেন। এছাড়া, পেনশনারদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য রেজিস্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে পি আর এল, পেনশনসহ বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরী সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিপিটি শাখা হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরী সংক্রান্ত তথ্য

পি আর এল মঞ্জুরী		পেনশন মঞ্জুরী		জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরী (১ম/২য়/৩য়/ অফেরতযোগ্য/চূড়ান্ত)	সম্মানী ভাতা প্রদান	ভ্রমন বিল অনুমোদন	না-দাবী সনদ প্রদান	আহরণ-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান	কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ
অধিদপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	অধিদপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ						
১৬১ জন	৪৯ জন	১১৩ জন	৬১ জন	১৩৮ জন	৩৭০৫ জন	৪০ জন	৯৬ জন	২৩ জন	১৬ জন

লেখচিত্র ০৩: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখার কার্যক্রম :

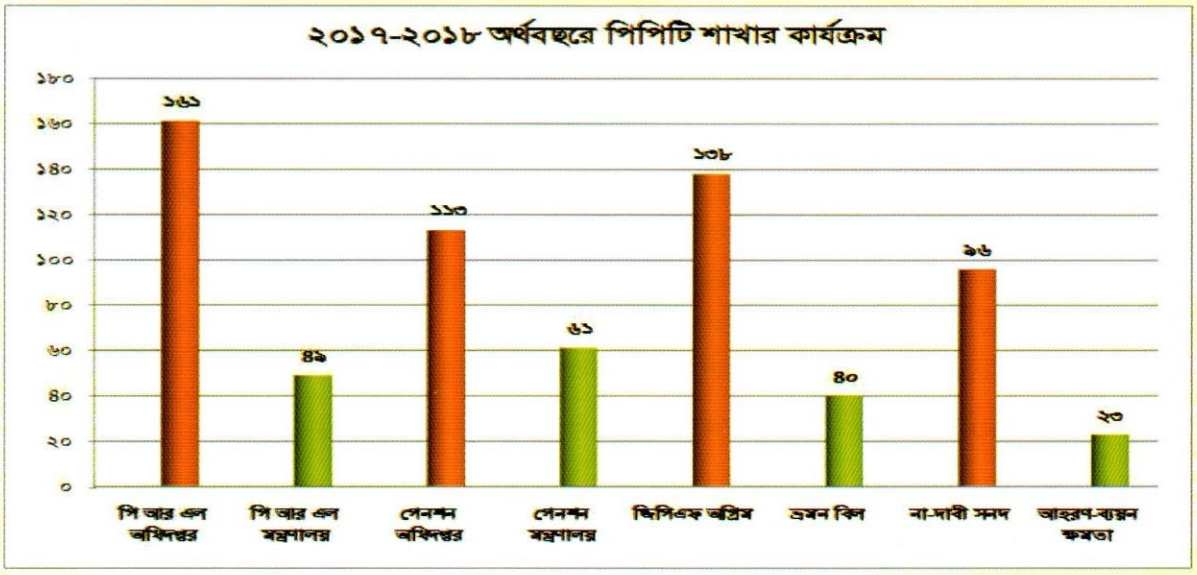

৩.২ প্রশিক্ষণ ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের গণকর্মচারিদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা'' ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
১.	দেশের অভ্যন্তরে ও IFPRI কর্তৃক আয়োজিত সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৪ (চব্বিশ) জন (১ম শ্রেণী কর্মকর্তা)।
২.	ইনোভেশন প্রশিক্ষণ কোর্স	১৭(সতেরো) জন (১ম শ্রেণী কর্মকর্তা)।
৩.	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স	১১১ (একশত এগারো) জন।
৪.	খাদ্য পরিদর্শকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স	২৪০ (দুইশত চল্লিশ) জন।
৫.	উপ-খাদ্য পরিদর্শকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ	৬৮ (আটষট্টি) জন।
৬.	কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ই-ফাইল প্রশিক্ষণ কোর্স	১০৫(একশত পাঁচ) জন।
৭.	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও বাণিজ্যিক হিসাব সর্ম্পকিত প্রশিক্ষণকোর্স	৩১ (একত্রিশ) জন
	মোট =	**৫৯৬ জন**

প্রশিক্ষণ বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে বিভিন্ন কোর্সে (ইন হাউজ) খাদ্য বিভাগে ৫৯৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২৩ টি ব্যাচে ২৩৭৯৪ জনঘন্টা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১১টি বিভিন্ন কোর্স/কর্মসূচিতে ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৪.০ খাদ্য পরিস্থিতি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক যথা খাদ্য প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির প্রবেশাধিকার তথা ক্রয় ক্ষমতা (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তার এসব মাত্রা মূলত: দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানী, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের পুষ্টিগত অবস্থাকে বিবেচনা করে পুষ্টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১)(CIP2) প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। CIP2 মনিটরিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি নিম্নরূপ ছিলঃ

৪.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল সর্বমোট ৩৬৮.৩৫ লাখ মে. টন (চাল ৩৫৫.৫৫ লাখ মে. টন এবং গম ১২.৮০ লাখ মে. টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালের আকারে আউশ ২৭.০৯ লাখ মে. টন, আমন ১৩৯.৯৩ লাখ মে. টন, বোরো ১৯৫.৭৬ লাখ মে.টন ও গমের উপাদন ১১.৫৩ লাখ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে। এ হিসাবে মোট চালের উৎপাদন ৩৬২.৭৮ লাখ মে.টন এবং গমের উৎপাদন ১১.৫৩ লাখ মে.টন। সে হিসাবে দেশে সর্বমোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩৭৪.৩১ লাখ মে.টন।

সারণী- ০২ : অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন

চাল/গম	২০১৭-১৮		২০১৬-১৭	
	বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত		বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত	
	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)
আউশ	১০.৭৫	২৭.০৯	৯.৪২	২১.৩৪
আমন	৫৬.০০	১৩৯.৯৩	৫৫.৮৩	১৩৬.৫৬
বোরো	৪৮.৫৯	১৯৫.৭৬	৪৪.৭৬	১৮০.১৪
মোট চাল	১১৫.৩৪	৩৬২.৭৮	১১০.০১	৩৩৮.০৪
গম	৩.৫২*	১১.৫৩*	৪.১৫	১৩.১১
মোটা খাদ্যশস্য (চাল ও গম)	১১৮.৮৬	৩৭৪.৩১	১১৪.১৬	৩৫১.১৫

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বি.বি.এস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

২) *কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্ভাব্য খসড়াকৃত হিসাব।

খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থে ১৫.৫০ (চাল ১০.৫০ ও গম ৫.০০) লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানির সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে ৮.৬৪ লাখ মে.টন চাল ও ৪.০৩ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের নীতি-কৌশল পরিবর্তনের কারণে দেশে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি বাজেটে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ২০.৩৩ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্যের বিপরীতে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.২৩ লাখ মেঃ টন।

লেখচিত্র-০৪: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতিঃ

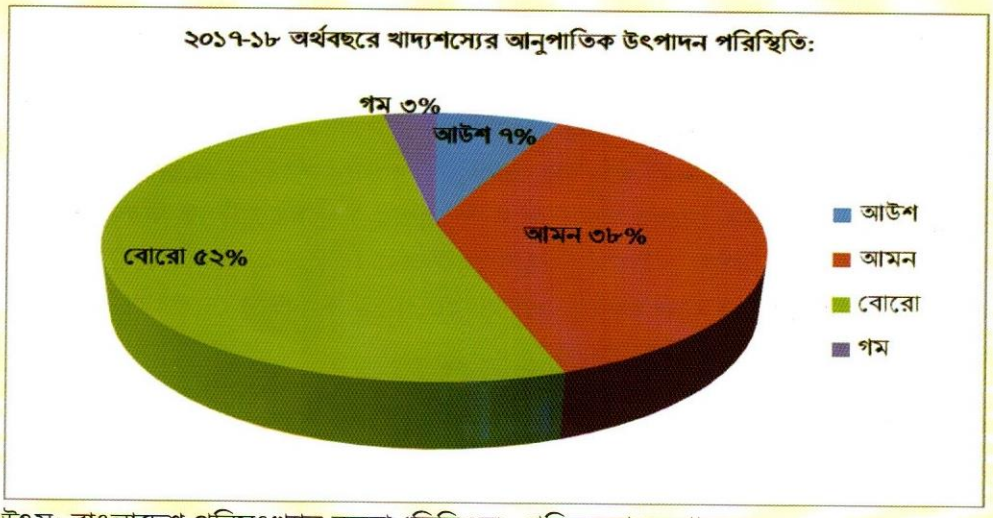

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

৪.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

৪.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী গড় মূল্য পূর্ব অর্থ বছরের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। সেপ্টেম্বর/১৭ ও অক্টোবর/১৭ এই দুই মাসে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও প্রায় সারা বছরই তা স্থিতিশীল ছিল। বোরো ধান উঠার কারণে এপ্রিল/১৮ থেকে মোটা চালের মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। একই সময়ে (জুলাই/১৭-জুন/১৮) আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১০% ও ১১% বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে, উল্লিখিত সময়ে মোটা চাল, গম ও আটার মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও এপ্রিল/১৮ মাস থেকে মোটা চালের মূল্য কমতে শুরু করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

সারণী ০৩ : মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী
জুলাই/১৭	৪০.৪৭	৩৮.১০	২৩.৩৩	২০.৭১	২৩.৪০	২০.৯৮
আগস্ট/১৭	৪০.২৮	৩৭.৯৬	২৪.৩০	২১.৬০	২৪.৪২	২২.১০
সেপ্টেম্বর/১৭	৪৩.২২	৪০.৮৯	২৫.৪০	২২.৭৮	২৭.০৪	২৪.৫৭
অক্টোবর/১৭	৪২.১৭	৩৯.৬৫	২৬.৩৮	২৩.৭৯	২৭.৭০	২৫.০৯
নভেম্বর/১৭	৩৯.৯১	৩৭.৪০	২৬.৪৮	২৩.৬৩	২৭.৩১	২৪.৬০
ডিসেম্বর/১৭	৩৯.৬৮	৩৭.৪৬	২৬.৪৫	২৩.৫৮	২৬.৯৯	২৪.১৮
জানুয়ারি/১৮	৪০.৫০	৩৭.৯১	২৬.২৮	২৩.৪৬	২৬.৫৪	২৩.৭৭
ফেব্রুয়ারি/১৮	৪০.৫৭	৩৭.৯৫	২৬.৫২	২৩.৫১	২৬.০৬	২৩.৩৭
মার্চ/১৮	৪০.৬৭	৩৮.১২	২৬.৭০	২৪.২৫	২৫.২৫	২৩.২৫
এপ্রিল/১৮	৩৮.৬৪	৩৬.১৪	২৫.১৩	২২.১৬	২৫.৭৩	২৩.১৫
মে/১৮	৩৭.১১	৩৪.৭৮	২৫.০৮	২২.৫৮	২৫.৫৫	২৩.০২
জুন/১৮	৩৬.৩৪	৩৪.৪০	২৫.১৬	২২.৮৪	২৫.৪৬	২২.৯৫
গড়	৩৯.৯৬	৩৭.৫৬	২৫ ৬০	২২.৯১	২৫.৯৫	২৩.৪২

সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়)।

লেখচিত্র-০৫ : মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

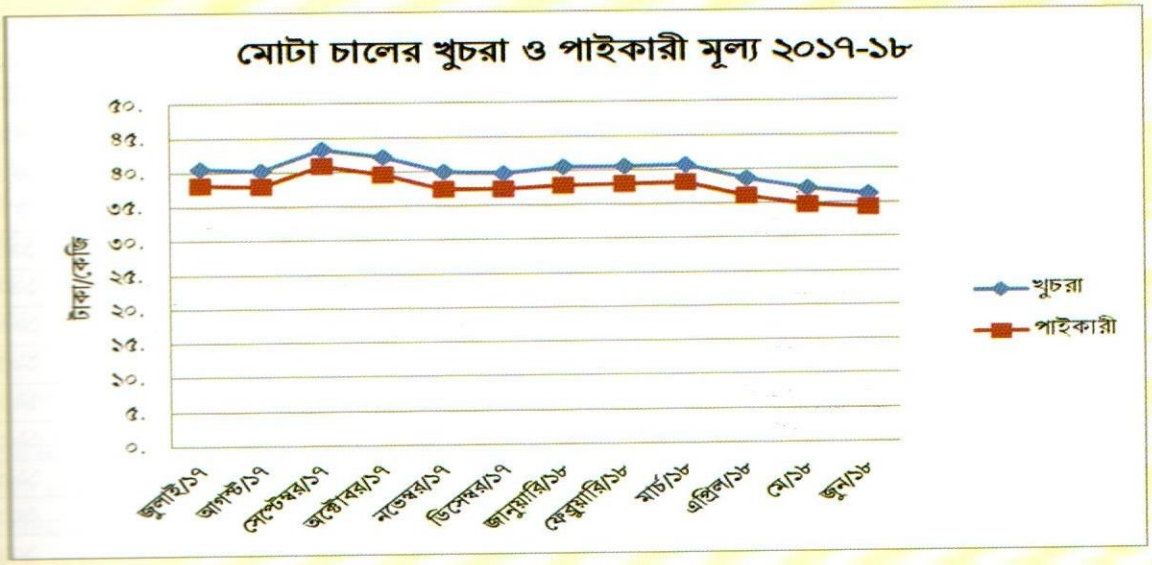

লেখচিত্র- ০৬ : খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

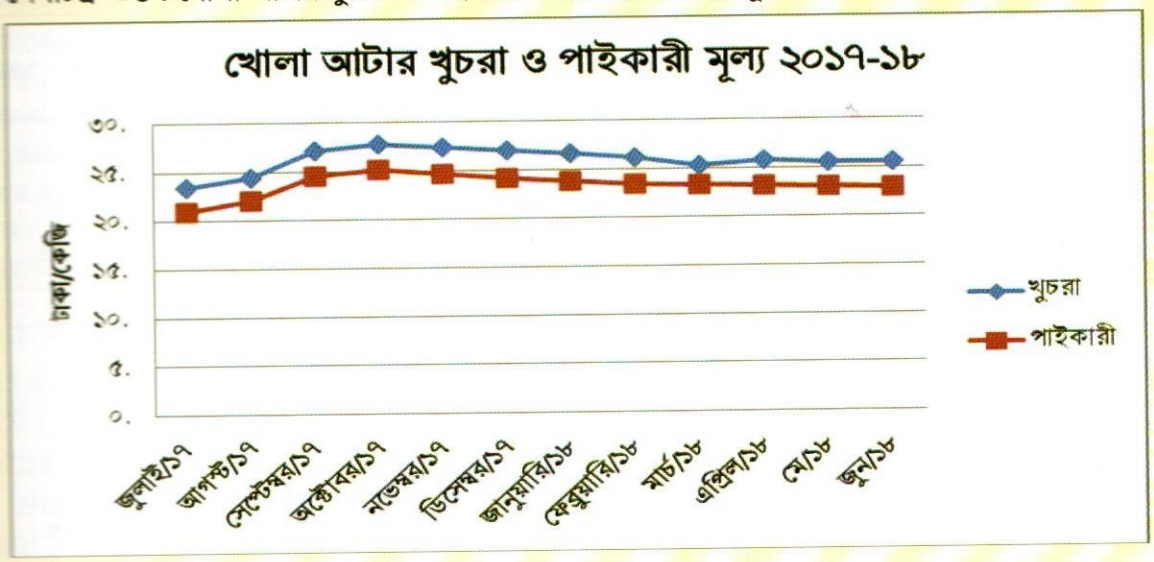

৪.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য দেশ ও প্রকার ভেদে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও ভারতে এ চিত্র বিপরীত। সিদ্ধ চালের (৫% ভাঙ্গা) রপ্তানি মুল্য (এফ.ও.বি) জুলাই/১৭ মাসের তুলনায় জুন/১৮ মাসে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম (আতপ) ও পাকিস্তানে যথাক্রমে প্রায় ২%, ১২% ও ১% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতে তা প্রায় ৪% হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের লাল নরম গম, ইউক্রেনীয় ও রাশিয়ান মিলিং গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১%, ৬% ও ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী ০৪ : আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

মাস	চাল (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/১৭	৩৯৪	৩৯৭	৪০৪	৪৩৫	২০৬	১৮৯	১৯৪
আগস্ট/১৭	৩৮৪	৩৮৯	৪০১	৪২৭	১৭৫	১৯০	১৯২
সেপ্টেম্বর/১৭	৪০০	৩৮০	৪১৭	৪১৫	১৭৪	১৮৬	১৮৮
অক্টোবর/১৭	৩৯৮	৩৯০	৪০০	৪১৮	১৭৮	১৯৩	১৯৫
নভেম্বর/১৭	৩৯৬	৩৯২	৩৯৪	৪২০	১৭৫	১৯৩	১৯৫
ডিসেম্বর/১৭	৩৯৮	৩৮৬	৪১০	৪১৬	১৭১	১৯০	১৯৩
জানুয়ারি/১৮	৩৯৮	৩৮৭	৪০৫	৪১৭	১৭৬	১৯০	১৯৩
ফেব্রুয়ারি/১৮	৪১০	৩১৯	৪২১	৪১৮	১৮৮	১৯৮	২০১
মার্চ/১৮	৪০০	৪১৫	৪১৭	৪২৪	১৯৫	২০৬	২০৯
এপ্রিল/১৮	৪২৭	৪৩১	৪১২	৪৫০	১৯৮	২১১	২০৮
মে/১৮	৪২২	৪৫০	৩৯৯	৪৪৮	২০৯	২১০	২১৪
জুন/১৮	৪০১	৪৪৬	৩৮৯	৪৩৮	২০৭	২০১	২০৪
গড় (২০১৭-১৮)	৪০২	৩৯৯	৪০৬	৪২৭	১৮৮	১৯৬	১৯৯

সূত্র: Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.info

লেখচিত্র ০৭ : গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

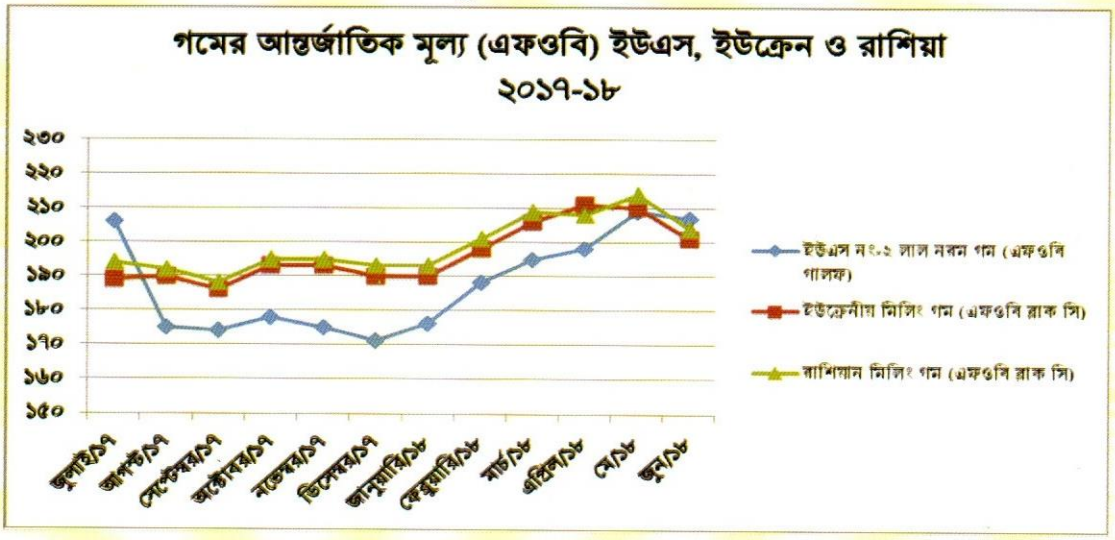

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে অনুকূল আবহাওয়া, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি ও মূল্য সহনীয় মাত্রায় থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের গড় মূল্য পূর্ববছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়েছিল।

৫.০ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

বাংলাদেশ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও কর্মসূচি, কৃষি গবেষকদের টেকসই ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, কৃষি উপাদানের সহজলভ্যতা, বাজার অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রায় চার গুণ বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষে অবস্থানকারী দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ। সময়ের সাথে পুষ্টির চাহিদা ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। সরকার কর্তৃক কৃষি বহুমুখীকরণ নীতি গ্রহণ করায় চাল উৎপাদনের সাথে সাথে অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ফলে ভোক্তাপর্যায়ে সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন মৌসুম ভিত্তিক হওয়ায় সকল কৃষক যখন একই সময়ে একই ধরনের ফসল ঘরে তোলে, তখন বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ার কারণে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর নিম্নগামী হয়ে যায়। বিশেষ করে ধান কাটার মৌসুমে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে বেশী।

মৌসুমভিত্তিক ধান/চালের মূল্য স্তরের অস্বাভাবিক হ্রাস একটি অন্যতম সমস্যা, যা কৃষি উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার খাদ্য সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৬ জন মন্ত্রী ও ১০ জন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি' ফসল কাটার মৌসুমে ফসল ঘরে তোলার পূর্বেই সভা করে খাদ্যশস্যের (মৌসুম ভিত্তিক ধান/চাল ও গম) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ মূল্য, পরিমাণ এবং সময়সীমা ঘোষণা করে থাকে, যাতে ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্যে তাদের খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে পারেন। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে পরিচালিত অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযান খাদ্যশস্যের মূল্য কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর অস্বাভাবিক হ্রাস পাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং কৃষকদের লোকসানের ঝুঁকি দূর হয়। বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকগণ উপকৃত হন। ফলে কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার ক্ষেত্রে এর অবদান অপরিসীম। এই ব্যবস্থা ফলপ্রসু হওয়ায় দেশ আজ চাল রপ্তানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নীতি এবং জনসচেতনতার ফলে দেশের মানুষের খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র এসেছে। চালের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত সুলভ ও সহজলভ্য গমের ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণভাবে গম সংগ্রহের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারে গমের চাহিদা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ গম আমদানি করে আসছে।

৫.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ঃ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক প্রতিকেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৯ টাকা নির্ধারণ পূর্বক ৩.০০ লাখ মে.টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে আরো তিন দফায় ১.৫০ লাখ, ১.৫০ লাখ ও ২ হাজার মে.টন চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে বোরো ২০১৭ মৌসুমে মোট চালের লক্ষ্যমাত্রা হয় ৬.০২ লাখ মে.টন। নির্ধারিত সংগ্রহের মেয়াদ ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৬,০১,৯৮৪ মে.টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহ করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে এফপিএমসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণভাবে কোন গম সংগ্রহ করা হয়নি। গত ০৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এফপিএমসির সভায় ২০১৮ সালের বোরো মৌসুমে (২/৫/১৮ থেকে ১৫/০৯/১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত) প্রতিকেজি ২৬/- টাকা মূল্যে ১.৫০ লাখ মেঃটন ধান, প্রতিকেজি ৩৮/- টাকা মূল্য ৮.০০ লাখ মেঃটন সিদ্ধ চাল ও প্রতি কেজি ৩৭/- টাকা মূল্যে ১.০০ লাখ মেঃটন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে ধানের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১.৫০ লাখ মেঃটন থেকে ২৭,০০০ মেঃটন বাদ দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট (১,৫০,০০০ - ২৭,০০০) = ১,২৩,০০০ মেঃটন ধানকে ৬০ঃ৩৯ রেশিওতে চালে রুপান্তরিত ৭৯,৯৫০ মেঃটন চাল হিসেবে ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন প্রদান করা হয়। এছাড়া বোরো-১৮ মৌসুমে চাল সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকায় অতিরিক্ত ৩,৫০,০০০ মেঃটন সিদ্ধ চাল ও ৫০,০০০ মেঃটন আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়। এতে বোরো-১৮ মৌসুমে সিদ্ধ চালের মোট লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১২,২৯,৯৫০ মেঃটন ও আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা মোট ১,৫০,০০০ মেঃটন। বোরো সংগ্রহ ২০১৮ মৌসুমে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ৫,৩৪,৩৭৭ মেঃটন সিদ্ধ চাল সংগৃহীত হয়।

লেখচিত্র: ০৮ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ।

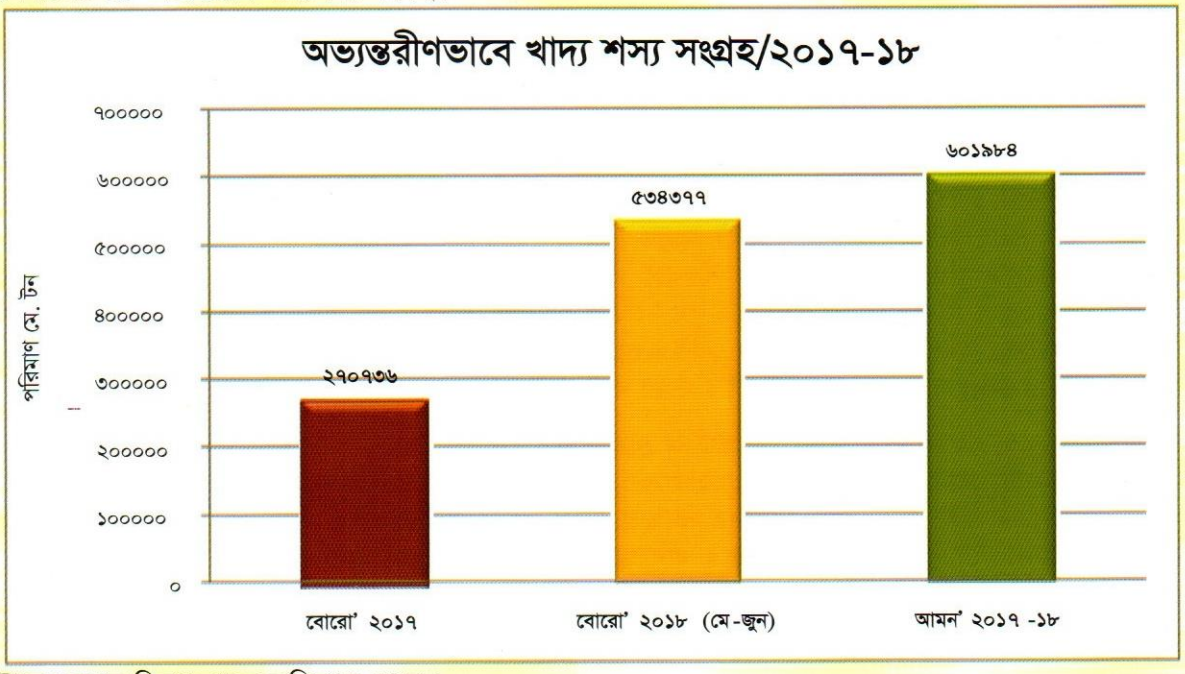

উৎস ঃ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে ১০.৫০ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫.০০ লাখ মেট্রিক টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিটুজি পদ্ধতিতে প্রায় ৪.৫৩ লাখ মে.টন চাল ও ২.১০ লাখ মে.টন গম, আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রায় ৪.১১ লাখ মে.টন চাল ও ১.৯৩ লাখ মে.টন গম সর্বমোট প্রায় ৮.৬৪ লাখ মে.টন চাল ও ৪.০৩ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে। তবে, বেসরকারিভাবে আমদানিকৃত চাল থেকে সরকার জাতীয় দরপত্রের মাধ্যমে প্রায় ২.৪৫ লাখ মে.টন চাল ক্রয় করে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে চাল ও গম আমদানির সংস্থান কমিয়ে রাখা হয়েছে যথাকমে ৭.০০ লাখ মে.টন ও ৪.০০ লাখ মে.টন।

৫.১.৩ বেসরকারি আমদানি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৮৩.৮৩ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ৩০.০৭ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫৩.৭৬ লাখ মেট্রিক টন গম।

সারনী-০৫ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৬-১৭) চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র

আমদানির পর্যায়		২০১৭-১৮ (লাখ মেট্রিক টন)		২০১৬-১৭ (লাখ মেট্রিক টন)	
		চাল	গম	চাল	গম
সরকারি আমদানি	নিজস্ব অর্থে	৮.৬৪	৪.০৩	--	৩.০৮
	বৈদেশিক সাহায্য	০.২২	১.০২	--	০.৮৫
বেসরকারি আমদানি		৩০.০৭	৫৩.৭৬	১.৩৩	৫২.৯৮
সর্বমোট আমদানি		৩৮.৯৩	৫৮.৮১	১.৩৩	৫৬.৯১

উৎস ঃ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫.১.৩ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ঃ

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এখনও চাহিদার নিচে রয়েছে। বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই গম। সরকারি পর্যায়ে আমদানি করতে যে সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তাতে আমদানি কার্যক্রম বেশ বিলম্বিত হয়। সরকারি পর্যায়ে দরপত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যেসব সরবরাহকারী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, তাদের অনেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে, অনেক রপ্তানিকারক দেশ অস্থিতিশীল মূল্য পরিস্থিতিতে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত বা বন্ধ করে দেয়। এধরণের পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা তৈরি হয়। এরূপ বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে যাতে চাল ও গম আমদানি করা যায়, তার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। গম আমদানির জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া এবং চাল আমদানির জন্য মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৫.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

৫.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (Public Food Distribution System, PFDS)ঃ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে বিভক্ত।

লেখচিত্রঃ ০৯ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা

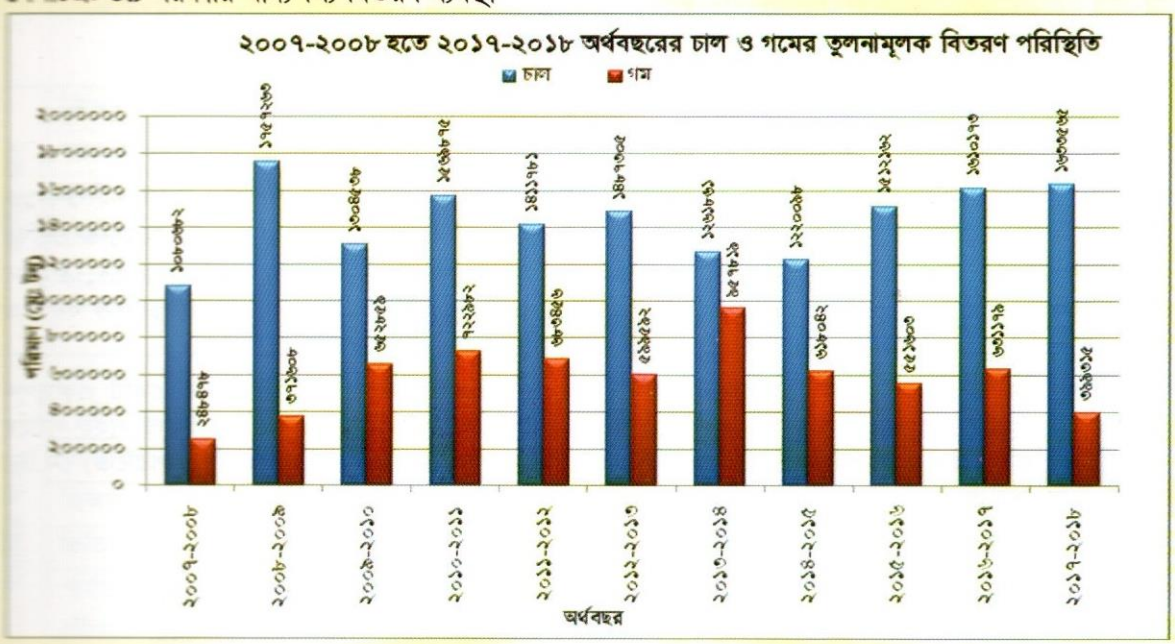

দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সরকারের বলিষ্ঠ গণমুখী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার (PFDS) আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ ২০.৩৩ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে (ইপি, ওপি, স্কুল ফিডিং, এলইআই, ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব) বিতরণের পরিমাণ ছিল ১০.১৫ লাখ মেট্রিক টন ও অ-আর্থিক খাতে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর, পার্বত্য বিষয়ক ও স্কুল ফিডিং) বিতরণের পরিমাণ ছিল ১০.১৮ লাখ মেট্রিক টন।

৫.২.২ আর্থিক খাত ঃ

আর্থিক খাতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) এবং ভর্তুকি মূল্যে সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, আনসার, জেলখানা, ক্যাডেট কলেজে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে ৬.৭৮ লাখ মে.টন চাল এবং ৩.৩৭ লাখ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে।

ক) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ঃ

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে গ্রামে বসবাসরত ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বছরে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রতিকেজি ১০/- টাকা মূল্যে প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২.৯৮ লাখ মেঃ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

আলোকচিত্র-১ঃ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি

খ) খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) ঃ

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্দ্ধগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলত দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত শ্রেণির মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা সদরে ও হাওর এলাকায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৫৮,০৮৮ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ময়দা মিলে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে আটা বিক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৫০ লাখ (১.৯৫ মে.টন গমের বিপরীতে) মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে।

আলোকচিত্র-২ঃ ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে চাল ও আটা বিক্রয়

গ) এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) ঃ

চা-সংসদের আওতাভূক্ত চা-বাগানসমূহে কর্মরত গরিব ও দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে বছরে ৬ মাস চাল এবং ৬ মাস গম ওএমএস দরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬,০৭৯ মে.টন চাল ও ৯,৬৬৯ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে।

৫.২.৩. অ-আর্থিক খাতে বিতরণ (Non-Monetized) ঃ

অ-আর্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অন্তর্ভূক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, টিআর, স্কুল ফিডিং অ-আর্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র মোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে ৯.৫৬ লাখ মে.টন চাল এবং ০.৬২ লাখ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাত ভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণী- ০৬: পিএফডিএস খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ

হিসাবঃ মেঃ টনে

খাতসমূহ		প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট			২০১৭-১৮ অর্থবছর		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	বিশেষ জরুরী (ইপি)	২,০১,৯২২	১,৩২,০৯৪	৩,৩৪,০১৬	১,৯৮,৯২৮	১,২৯,৩৮০	৩,২৮,৩০৮
	অন্যান্য জরুরী (ওপি)	২০,০০০	৯,০০০	২৯,০০০	১৬,১২৬	৩,৪৬৮	১৯,৫৯৪
	এলইআই	১১,০০০	১০,০০০	২১,০০০	৬,০৭৯	৯,৬৬৯	১৫,৭৪৯
	ওএমএস	১,৬৫,০০০	২,২৫,০০০	৩,৯০,০০০	১,৫৮,০৮৮	১,৯৪,৭৯১	৩,৫২,৮৭৯
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	৩,০০,০০০	০	৩,০০,০০০	২,৯৮,৪৯২	০	২,৯৮,৪৯২
উপ-মোট =		**৬,৯৭,৯২২**	**৩,৭৬,০৯৪**	**১০,৭৪,০১৬**	**৬,৭৭,৭১৩**	**৩,৩৭,৩০৮**	**১০,১৫,০২১**
অনার্থিক খাত	কাবিখা (ভূমি, ত্রাণ এবং প্র.কা.)	১,৭৭,৭৪৬	২৭,২১৪	২,০৪,৯৬০	১,৭৭,৬৬০	২১,৫৩৫	১,৯৯,১৯৬
	ভিজিডি	৩,৬৭,২০০	০	৩,৬৭,২০০	৩,৫৯,৯৩০	০	৩,৫৯,৯৩০
	জিআর	১,২৫,০০০	০	১,২৫,০০০	৮৮,১৮২	১৬৭	৮৮,৩৫০
	ভিজিএফ	৩,২০,০০০	০	৩,২০,০০০	২,৮০,২০৭	০	২,৮০,২০৭
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক (টিআর)	৫০,০০০	৩০,০০০	৮০,০০০	৪৯,৮৭১	২৯,৯৫৩	৭৯,৮২৪
	স্কুল ফিডিং (জিওবি)	০	১০,৫০০	১০,৫০০	০	১০,৩৫১	১০,৩৫১
উপ-মোট =		**১০,৩৯,৯৪৬**	**৬৭,৭১৪**	**১১,০৭,৬৬০**	**৯,৫৫,৮৫২**	**৬২,০০৭**	**১০,১৭,৮৫৯**
মোট =		**১৭,৩৭,৮৬৮**	**৪,৪৩,৮০৮**	**২১,৮১,৬৭৬**	**১৬,৩৩,৫৬৫**	**৩,৯৯,৩১৫**	**২০,৩২,৮৮০**

উৎস ঃ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

লেখচিত্র -১০: পিএফডিএস খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ (বার গ্রাফ)

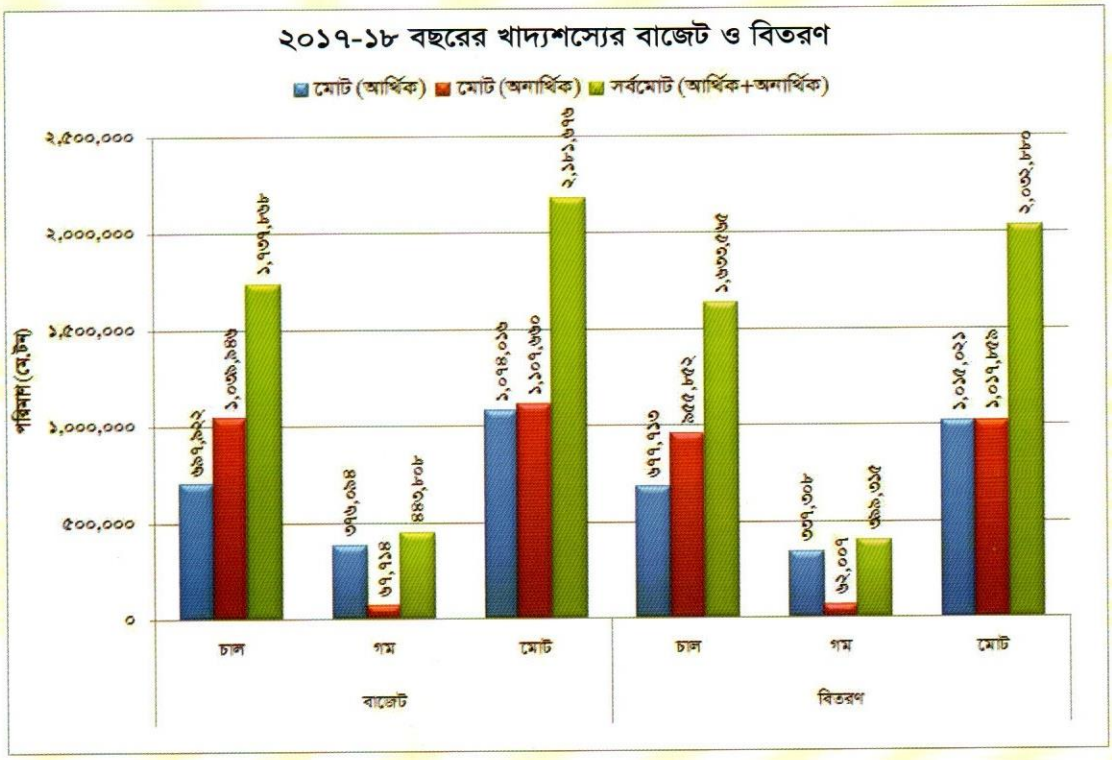

৫.২.৪. মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর ঃ

সুপরিকল্পিতভাবে ২০১৭-১৮ সনে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্য বরাদ্দ, বিলি-বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চাল ও আটার মাস ভিত্তিক গড় বাজার মূল্য নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারনী ০৭ : ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর

হিসাবঃ টাকা/প্রতিকেজি

মাসের নাম	চাল	আটা
জুলাই/২০১৭	৩৮.৭২	২৪.০৩
আগষ্ট/২০১৭	৩৮.৫৫	২৪.৩৬
সেপ্টেম্বর/২০১৭	৪০.৫৫	২৫.৮৫
অক্টোবর/২০১৭	৪০.৫৯	২৬.৫৩
নভেম্বর/২০১৭	৩৮.৮৮	২৬.৫০
ডিসেম্বর/২০১৭	৩৯.১০	২৬.৪৫
জানুয়ারী/২০১৮	৩৯.৪০	২৬.৪৩
ফেব্রুয়ারী/২০১৮	৩৯.৪৬	২৬.২৭
মার্চ/২০১৮	৩৯.২৭	২৫.৭৬
এপ্রিল/২০১৮	৩৮.৪২	২৫.২৬
মে/২০১৮	৩৭.৫৬	২৫.১৪
জুন/২০১৮	৩৭.২২	২৫.১৫

উৎস ঃ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

লেখচিত্র ১১ : ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দরের চিত্র

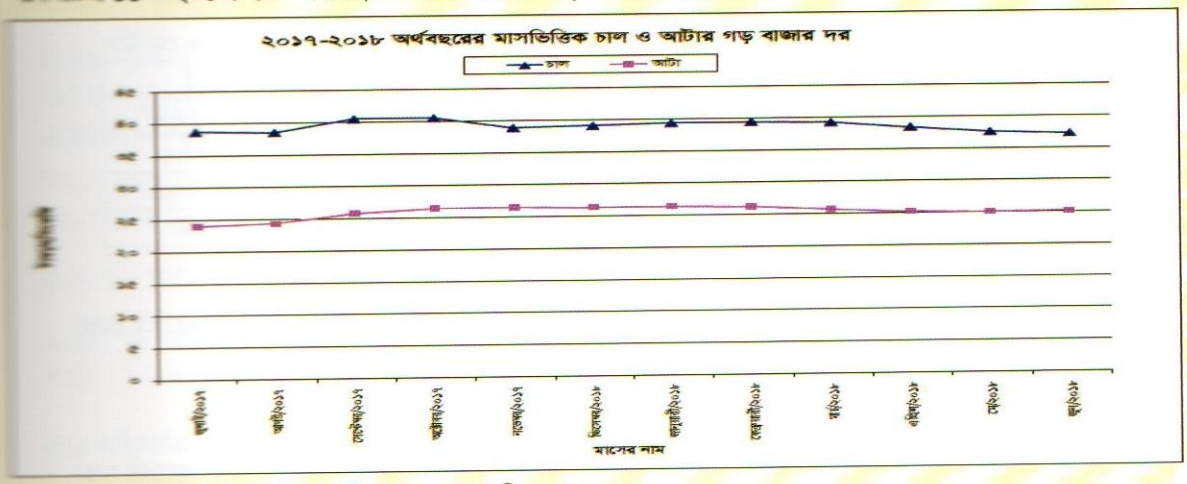

উৎস : সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫.৩ খাদ্যশস্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুত ব্যবস্থাপনা

সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে স্থানান্তর করা একটি বড় কাজ। দেশের অবকাঠামোগত উন্নতির ফলে এ কাজ আগের চেয়ে সহজ হয়েছে। সরকারি **খাদ্যশস্য মজুতের জন্য দেশে ৬৩৫টি এলএসডি, ১২টি সিএসডি,৬টি সাইলো ও ১টি মাল্টিস্টোরেড** ওয়্যারহাউজ রয়েছে। এ সব খাদ্য সংরক্ষণাগারের কার্যকরী ধারণক্ষমতা বর্তমানে ২১ লাখ মেঃ টন এর অধিক।

৫.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহণ ঃ

খাদ্যশস্য আন্তঃবিভাগীয় পরিবহণের জন্য সড়কপথে CRTC, নৌপথে PMC/ DBCCএবং রেল পথে ক্লোজড পরিবহন ঠিকাদার; বিভাগের মধ্যে পরিবহণের জন্য সড়কপথে DRTC এবং জেলার অভ্যন্তরে পরিবহণের জন্য সড়কপথে IRTC ও নৌপথে IBCC ঠিকাদার নিযুক্ত আছে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসব ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথে সরকারি খাদ্যশস্য পরিবহনের নিমিত্ত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিয়োজিত ঠিকাদার এবং কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ ও হার সারণী-০৮-এ প্রদর্শন করা হলো ঃ

লেখচিত্র ১২: সরকারীভাবে খাদশস্য পরিবহনের শতকরা হার।

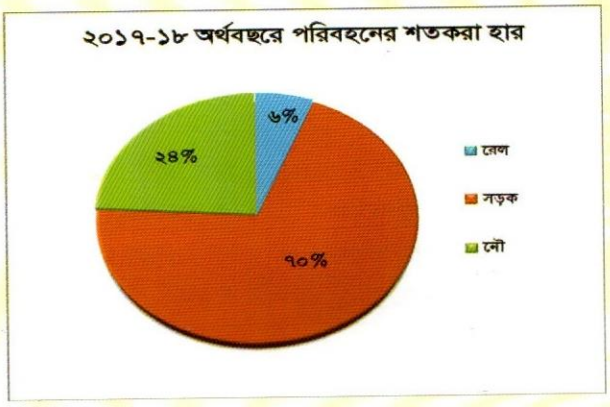

সারণী ০৮ ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পরিবহণ ঠিকাদারের বিবরণ

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	সি আর টি সি	৬১৭
	মেজরক্যারিয়ার/ডি বি সি সি	১৭৩
	রেল	৩
বিভাগীয়	রেল	৩
	ডি আর টি সি	৯৫৮
জেলা	আই আর টি সি	জেলার প্রয়োজনমত
	আই বি সি সি	জেলার প্রয়োজনমত

সূত্র ঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সারণী-০৯ ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ

হিসাব: মে: টনে

পণ্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট
চাল	৪৬৫৭৩	৭৫৩৭২৮	২১৩২৬৭	১০১৩৫৬৮
গম	৩৮৫৭৮	৩২২৬৫৫	১৬১০৭৫	৫২২৩০৮
মোট	৮৫১৫১	১০৭৬৩৮৩	৩৭৪৩৪২	১৫৩৫৮৭৬
পরিবহনের শতকর হার	৬%	৭০%	২৪%	১০০%

সূত্র ঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্য হ্যান্ডলিং ও পরিবহণে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং পরিবহণ কার্যক্রম সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৫.৩.২ খাদ্যশস্য মজুত ঃ

০১ জুলাই ২০১৭ তারিখে খাদ্যশস্যের মজুত ছিল সর্বমোট ১,৬৯,৪৫৯.১০৫ মেঃ টন। অন্যান্য বছরের মত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্যশস্যের (চাল এবং গম) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও আমদানির মাধ্যমে মজুত একটি যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য মজুত ছিল ১৪.৮৫ লাখ মেট্রিক টন (ফেব্রুয়ারী ২০১৮) যার মধ্যে চাল ১১.১১ লাখ মেট্রিক টন এবং গম ৩.৭৪ লাখ মেট্রিক টন এবং সর্বনিম্ন মজুত ছিল ৩.০৪ লাখ মেট্রিক টন (জুলাই ২০১৭) যার মধ্যে চাল ১.৩৫ লাখ মেট্রিক টন এবং গম ১.৬৯ লাখ মেট্রিক টন।

সারণী-১০ ঃ মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত (২০১৭-১৮)

মাস	চাল	গম	মোট
জুলাই/২০১৭	১,৩৫,৪৪৭	১,৬৯,৪৫৯	৩,০৪,৯০৬
আগষ্ট/২০১৭	২,২৬,১৬৪	১,৪৯,৯৮৯	৩,৭৬,১৫৩
সেপ্টেম্বর/২০১৭	৩,১৭,৬৮৭	১,১৯,৮৫৩	৪,৩৭,৫৪০
অক্টোবর/২০১৭	৩,৪৬,৮৮২	১,০৭,৩২৪	৪,৫৪,২০৬
নভেম্বর/২০১৭	৪,০৮,৫৩৮	১,২৫,৫২৬	৫,৩৪,০৬৪
ডিসেম্বর/২০১৭	৩,৫৯,০৭০	২,২০,৭১৯	৫,৭৯,৭৮৯
জানুয়ারী/২০১৮	৫,০৭,৫৪৯	৩,০৭,৪৪৯	৮,১৪,৯৯৮
ফেব্রুয়ারী/২০১৮	৮,৪৮,৭০৪	৩,৫৮,৭৭৭	১২,০৭,৪৮১
মার্চ/২০১৮	১১,১০,৯৯১	৩,৭৪,২৯৯	১৪,৮৫,২৯০
এপ্রিল/২০১৮	৯,৬৫,২৬১	৩,৬৮,২২৬	১৩,৩৩,৪৮৭
মে/২০১৮	৭,৮৪,৫৩৬	৩,২৫,২২১	১১,০৯,৭৫৭
জুন/২০১৮	৯,৫২,৬০৬	২,৬৬,০৩৯	১২,১৮,৬৪৫

সূত্র ঃ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদান ঃ

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে WFP, CARE, TCB, Action Contre La Faim (ACF)ও প্রত্যাশা বাংলাদেশ সহ ৫ (পাঁচ) টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১৩,০০০ (তের হাজার) মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১৭ (সতেরো)টি খাদ্য গুদাম ভাড়া দেওয়া হয়। এতে করে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট ৭২,৭৮,৭৮২.৩০ (বাহাত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশত বিরাশি টাকা ত্রিশ পয়সা) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

৫.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয় ঃ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নারায়ণগঞ্জ সাইলোর সাব-স্টেশনের জন্য ১৬,৯৭,৫০০/-(ষোল লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ে ১টি ১১ কেভি এইচ টি সুইচ গিয়ার ক্রয় করা হয়েছে।

৫.৪ পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রমঃ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সারাদেশের জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম সমূহ মেরামত করে প্রতি বছর গুদামের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া নতুন স্থাপনা নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, ডীপ টিউবওয়েল স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং নতুন নির্মাণ কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

৫.৪.১ নতুন নির্মাণ কাজঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক নতুন নির্মাণের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৩.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬টি নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এসব কাজের মধ্যে খাদ্য ভবনের প্রধান ফটক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন, অন্যান্য অফিস ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, দারোয়ান কোয়ার্টার, আরসিসি রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, কাঁটাতারের বেড়া এবং পাবলিক টয়লেট নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অর্থ বছর শেষে ১৩টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৫.৪.২ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩৪.৭৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭১টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে প্রায় ৭০ হাজার মে.টন ধারণক্ষমতার গুদাম ব্যবহার উপযোগী হবে। মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের মধ্যে এলএসডি, সিএসডি, সাইলো অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য স্থাপনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৮টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৫.৪.৩ ই-জিপি কার্যক্রমঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ই-জিপি পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বমোট ৩২টি নতুন স্থাপনা নির্মাণ ও মেরামত কাজের দরপত্র আহবান করা হয়। তন্মধ্যে ১৩টি কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৫.৪.৪ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণঃ

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ২৮৮টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ৫৬২টি সহ সর্বমোট ৮৫০টি খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

৫.৪.৫ নতুন লিফট ক্রয়ঃ

খাদ্য ভবনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য ০১ (এক) টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজের জন্য দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ০৬/০২/২০১৮ খ্রি: তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে লিফট স্থাপনের যন্ত্রপাতি ও মালামাল সাইটে সরবরাহ করা হয়েছে এবং নতুন লিফট স্থাপন কাজ চলমান আছে।

৫.৪.৬ ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ঃ

খাদ্য শস্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৪০০ টি ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ের লক্ষ্যে ১৩/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৬৬ নং স্মারকে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক মালামাল তেজগাঁও সিএসডিতে সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.৪.৭ কীটনাশক ক্রয়ঃ

সারাদেশের খাদ্য গুদামে রক্ষিত খাদ্যশস্য কীটমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর কীটনাশক ক্রয় করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৫ (পনের) মে.টন এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড (ট্যাবলেট) এবং ১২,০০০ (বার হাজার) লিটার পিরিমিফস মিথাইল তরল ৫০ ইসি কীটনাশক ১.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়।

৫.৪.৮ গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়ঃ

২০০ (দুই শত) টি গ্যাস প্রুফ শীট (GP Sheet) ক্রয়ের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ০৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং গত ০৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৫১৭ নং স্মারকে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়।

৫.৪.৯ আনলোডার ক্রয়ঃ

জাহাজ হতে চট্টগ্রাম সাইলোতে খাদ্যশস্য দ্রুততার সাথে খালাসকরণের লক্ষ্যে পুরাতন আনলোডারের স্থলে একটি নতুন নিউমেটিক আনলোডার প্রতিস্থাপনের জন্য বেলজিয়ামের VIGAN এর সাথে ২৯,৪১,০০০ (উনত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার) ইউরো মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। শীঘ্রই আনলোডারটি চট্টগ্রাম সাইলোতে সরবরাহ করা হবে।

৫.৪.১০ কাঠের ডানেজ ক্রয়ঃ

৫০০০ (পাঁচ হাজার) পিস উডেন ডানেজ ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ৩০/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বন শিল্প কর্পোরেশন (BFIDC) এর সঙ্গে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং গত ০৫/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৬৫০ নং স্মারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে মোট ১,২৮০ পিস ডানেজ সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.৪.১১ স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতঃ

খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের আওতায় স্কেলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬১.৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল প্লাটফরম ও ডিজিটাল ট্রাক স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা হয়।

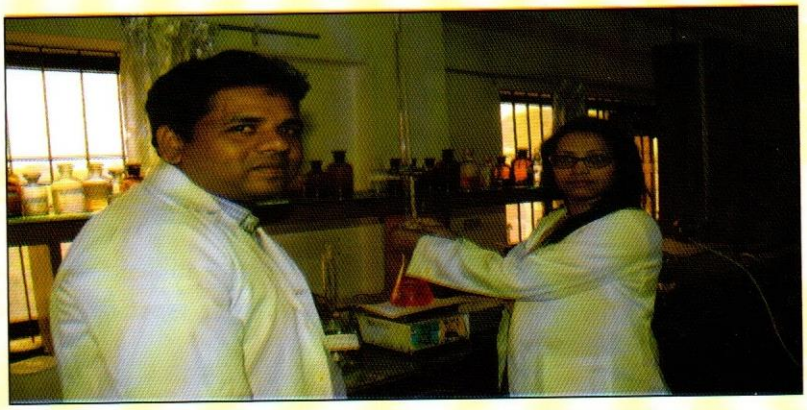

আলোকচিত্র ঃ ৩ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ।

৬.০ উন্নয়ন

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

৬.১ সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

এ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৪৮টি এবং ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১১৪টি গুদামসহ মোট ১৬২টি গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৮টি গুদাম ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে। যার মোট ধারণক্ষমতা ৭,৫০০ মে.টন। জুন/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্পটি আগামী ৩০ জুন, ২০১৯ সমাপ্ত হবে।

আলোকচিত্র ৪: চলমান খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ।

৬.২ আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প

বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১৯১৯.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৮টি স্থানে ৫.৩৫ লাখ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি আধুনিক গ্রেইন সাইলো নির্মাণ করা হবে। যার মেয়াদ জানুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০২০। প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ, মধুপুর ও ময়মনসিংহ সাইটে আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ (পাঁচ) লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৬/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। এ যাবৎ ২০,৫০০ টি পারিবারিক সাইলো ঝালকাঠি জেলায় বিতরণ করা হয়েছে। জুন/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪০%।

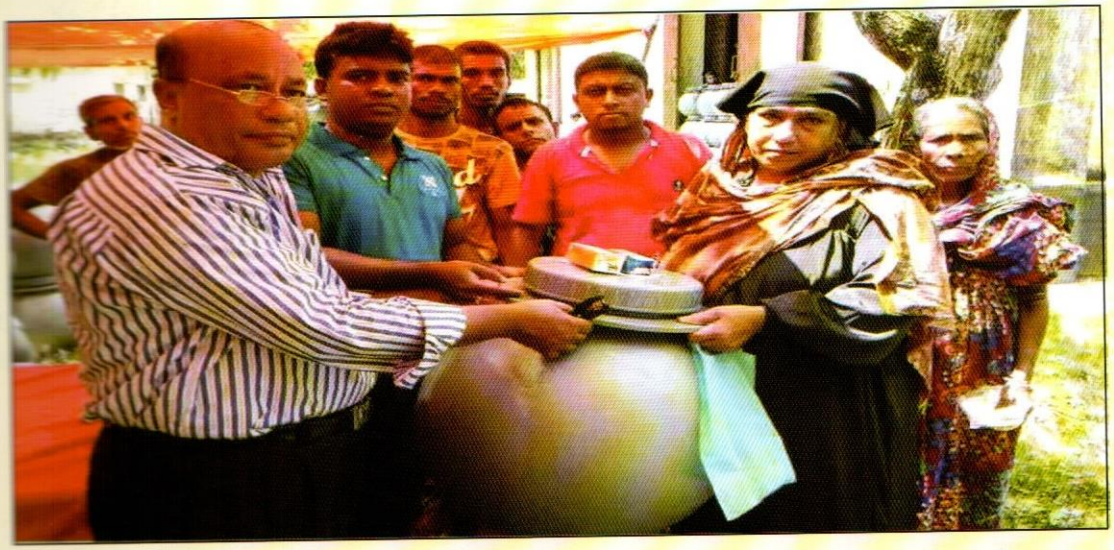

আলোকচিত্র ৫: পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম।

৭.০ বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম

৭.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজনমাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

৭.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো ঃ

সারণী- ১১ ঃ ব্যয় বাজেট ২০১৭-১৮

(হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	২০১৭-১৮		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	৪৫৮,৯৯,৪০	৪২৫,৩৪,৭৭	৩৫৯,২৫,৩৬
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরন	১০০৬২,৪৯,৭২	১১৯৯৯,৫৬,৪৩	১০৯৪০,০১,৫৩
মোট-অনুন্নয়ন ব্যয় ঃ	১০৫২১,৪৯,১২	১২৪২৪,৯১,২০	১১২৯৯,২৬,৮৯
উন্নয়ন ব্যয়	৪০৬,৯৫,০০	৩০০,০০,০০	২৯৬,৬২,০০
মোট -(অনুন্নয়ন + উন্নয়ন) ঃ	১০৯২৮,৪৪,১২	১২৭২৪,৯১,২০	১১৫৯৫,৮৮,৮৯

উৎস ঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সারণী-১২ ঃ প্রাপ্তি বাজেট (২০১৭-১৮)

(হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	মূল প্রাপ্তি বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত প্রাপ্তি বাজেট ২০১৭-১৮	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০১৭-১৮
খাদ্য অধিদপ্তর	২০,০০,০৫	২৭,৯৩,৫৫	৪৫,৮৮,৭১

উৎস ঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৭-১৮) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপ:-

সারণী-১৩ ঃ খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, ২০১৭-১৮

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
সংগ্রহ	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি	১.০৩ (গম-১.০০ চাল-০.০৩)	৩০৬.৬০	১.৩৭ (গম-১.১৫ চাল-০.২২)	৪০৮.৯৫
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি	১৫.৫০ (গম-৫.০০ চাল-১০.৫০)	৪,৯৬৮.১৮	১২.৬৭ (গম-৪.০৩ চাল-৮.৬৪)	৪,০৩৫.৪৭
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১৫.৪৭ (গম-১.০০ চাল-১৪.৪৭)	৫৮৪৩.১২	১৪.০৯ (গম-০ চাল-১৪.০৯)	৫,৯১৪.৫০
পরিচালন ব্যয়	০	৮৮১.৬৭	০	৫৮১.০৯
প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	৪২৫.৩৫	০	৩৫৯.২৫
মোট ঃ	**৩২.০০ (গম-৭.০০ চাল-২৫.০০)**	**১২,৪২৪.৯২**	**৩০.৩৮ (গম-৫.১৮ চাল-২৫.২০)**	**১১,২৯৯.২৬**
বিতরণ				
মোট নগদ বিক্রয় (চাল)	৬.৯৮	৮৮৪.৪৮	৬.৭৮	৮৩৪.২৭
মোট নগদ বিক্রয় (গম)	৩.৭৭	৩৭৭.৬৭	৩.৩৭	৩২০.৪৯
কাবিখা(চাল)	১.৭০	৭১৬.৬০	১.৭৮	৭৪৮.৮৮
কাবিখা(গম)	০.২৭	৭৫.৯২	০.২২	৬০.০৮
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (চাল)	৮.৬১	৩,৬৩৪.৪৩	৭.৭৮	৩,২৮০.২৭
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (গম)	০.৪১	১১২.৯৯	০.৪০	১১২.৯১
ভর্তুকি		২,৭২৯.০৪		২,৫৭০.৭৩
মোট ঃ	**২১.৭৪**	**৮,৫৩১.১৩**	**২০.৩৩**	**৭,৯২৭.৬৩**

উৎস ঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭.২ নিরীক্ষা

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয়ে পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা মূলতঃ খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, বহিঃনিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ-

৭.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাঃ

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন , সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয়ে মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ।

৭.২.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠনঃ

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ১৯ জন।এই সীমিত সংখ্যক জনবল দিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের স্থাপনাসমূহের নিরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাধারণত ১ (এক) জন সুপারিনটেনডেন্ট ও ২জন অডিটর সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করা হয়ে থাকে।

সারণি-১৪ : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১৭-১৮	৬৪	০৮	১২	২২৩	৬৪২	৬.৫২

সারণি-১৫ : অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন ।

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি		অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ববর্তী বৎসরের জের (জুলাই /১৭) = ৪৪৯৫৪ ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ৬৪২	১১০৮.৯৫ ৬.৫২	৩৯৪	৩৭২৫	১৪.৭৭	৪১৮৭১	১১০০.৭০
মোট = ৪৫৫৯৬	**১১১৫.৪৭**					

৭.২.৩ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপ' ২০১৭ কার্যক্রমঃ

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজকর্মে গতিশীলতা আনয়ন, নিরীক্ষা কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং নিরীক্ষিত রেকর্ডপত্র ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ১৯৭০-৭১ সাল হতে ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত ও তৎপরবর্তী সকল নথি ও রেকর্ডপত্রাদি তালিকাভুক্তকরণ, নিরীক্ষা আপত্তির প্রকৃত সংখ্যা, নিষ্পন্ন-অনিষ্পন্ন নিরীক্ষার সংখ্যা, আপত্তির সাথে জড়িত টাকা, অবলোপন, আদায়কৃত-অনাদায়কৃত টাকার পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নিরূপণ করা হয়েছে,যা নিম্নরূপঃ

সারণি-১৬ : অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম/২০১৭-১৮

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	মোট আপত্তি	নিষ্পন্নকৃত আপত্তি	অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তি
১	ঢাকা বিভাগ	২৩৩০০	৯৬২০	১৩৬৮০
২	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৭৩২২	৯৯৫১	৭৩৭১
৩	রাজশাহী বিভাগ	১২৩১৩	৬৩৫৯	৫৯৫৪
৪	খুলনা বিভাগ	১৩১৮৪	৮২২২	৪৯৬২
৫	বরিশাল বিভাগ	৮২০২	৪৯৫৯	৩২৪৩
৬	সিলেট বিভাগ	৩৩৪০	১৭৫৭	১৫৮৩
৭	রংপুর বিভাগ	১৪৭৯১	৬৬৩০	৮১৬১
	মোট:	**৯২৪৫২**	**৪৭৪৯৮**	**৪৪৯৫৪**

৭.২.৪ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার তৈরিঃ

রূপকল্প'২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management System Software তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সফটওয়ারটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত রয়েছে। বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নের কাজ চলছে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, তথ্যাদি আপলোড, রিপোর্টিং ও জবাব প্রদানের লক্ষ্যে সফটওয়ারের ব্যবহার ও অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদকরণের জন্য বিভাগ/জেলা কার্যালয় দপ্তর প্রধান ,ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অডিট কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে।

৭.৩ বাণিজ্যিক নিরীক্ষা

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরই খাদ্য অধিদপ্তরের নিরীক্ষার মূখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট ছাড়া, খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর সীমিত পরিসরে সিভিল অডিট ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অডিট হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত । অডিট কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পর মাঠ পর্যায় হতে এর ব্রডশিট জবাব খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায়। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভূক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম শ্রেণিভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মূখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তথা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপর জারি হয় এবং উক্ত আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে এনে মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। খাদ্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক নিরীক্ষা তথ্যাদি সারণী-১৭ এ বিস্তারিত দেখানো হলোঃ

সারণী-১৭ : ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা/ দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/১৭ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০১৭-১৮ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনী জের (৩০/০৬/১৮ এর সমাপনী স্থিতি)	
		আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৯১৭৬	৪৭৩২.৪০	৩৩৫	৬০.৭০	৮৮০	৩৯৮.১৯	১৮৬৩১	৪৩৯৪.৯১

উৎসঃ বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা, খাদ্য অধিদপ্তর।

৭.৩.১ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপণার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমঃ

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ও জমে থাকা প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য একটা মস্ত বড় বোঝা তৈরী করেছিল। কিন্তু অধিদপ্তরের অডিট অনু-বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে আসে আঠার হাজারে। এই আঠার হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভূক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অনু-বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

৭.৩.২ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তিঃ

দ্বি-পক্ষীয় সভাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন আঠার হাজার আপত্তির অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণিভূক্ত। এধরণের আপত্তিসমূহ ব্রডশিট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ শ্রেণির নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছে।

ত্রি-পক্ষীয় সভাঃ

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভূক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। নিম্নোক্ত লেখচিত্রে তা উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৩ : বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য:

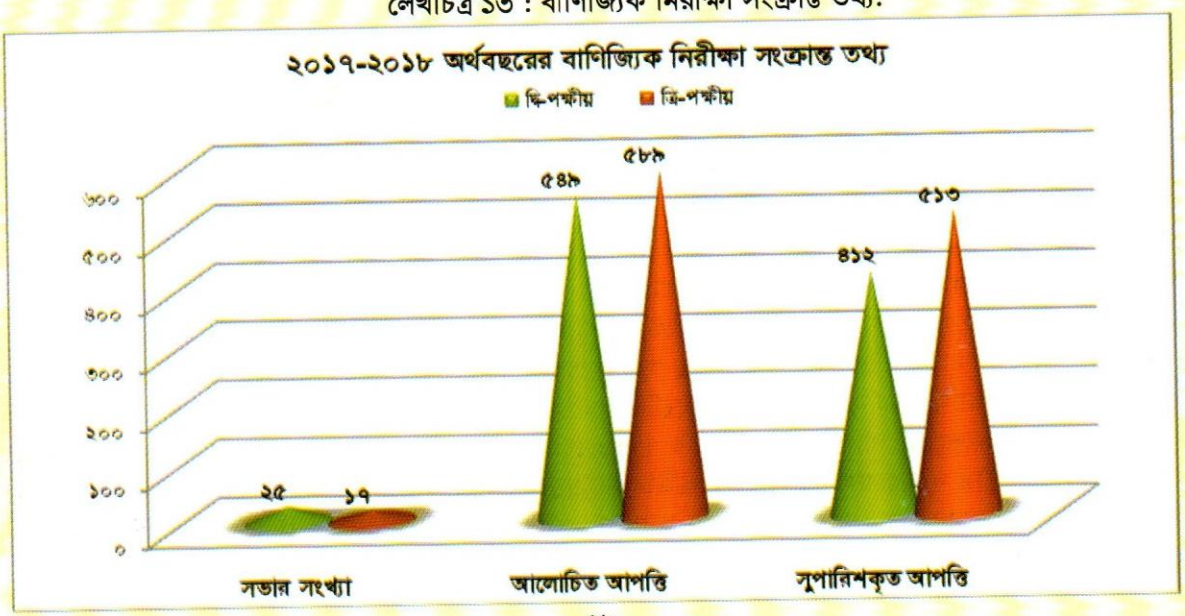

৮.০ আইসিটি কার্যক্রম

৮.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটঃ

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্টা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত/বাস্তবায়িত হয়েছে। নিচে এগুলোর বিবরণ দেয়া হলোঃ

ই-ফাইলিং সিস্টেমঃ খাদ্য অধিদপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসমূহকে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ধান, চাল ও গম সংগ্রহ কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের মাধ্যমে মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়ার প্রদান করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যস্বত্তভোগীর দৌরাত্ম হ্রাস পাবে। ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।

অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ) ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য অনলাইন অডিট (অভ্যন্তরীণ) ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর চালু করা সম্ভব হবে।

মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনাঃ খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System নামক প্রনীত সফটওয়্যারটি আরো যুগোপযোগী করা হয়েছে। মামলার তথ্যসমূহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো হতে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের Sub-Component B2 এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে অনলাইন ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এবং e-service ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে service delivery সহজতর হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয় কম্পিউটার/ল্যাপটপ স্থাপন;
- সকল কার্যালয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রত সেবা নিশ্চিত করা;
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটঃ খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dgfood.gov.bd বাংলা ও ইংরেজিতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হালনাগাদ করা হয়েছে। সাইট সমূহে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ খাদ্য শস্য মজুদ সংগ্রহ বিলি-বিতরণ ইত্যাদি সন্নিবেশিত আছে এবং প্রতিদিন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হচ্ছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে (অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় পর্যন্ত) ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তার ওয়েব ভিত্তিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সরকারি সকল পত্রে ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৯.০ শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	Asian Development Bank
BCIP	Bangladesh Country Investment Plan
BCS	Bangladesh Civil Service
BDHS	Bangladesh Demographic & Health Survey
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BELA	Bangladesh Environment Lawyers Association
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Center
CARE	Cooperation for American Relief Everywhere
CIP	Country Investment Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRTC	Central Road Transport Contractor
CSD	Central Storage Depot
DBCC	Divisional Boat Carrying Contractor
DoE	Department of Environment
DPM	Direct Procuring Method
DRTC	Divisional Road Transport Contractor
EOI	Expression of Interest
FAO	Food & Agriculture Organization
FAQ	Fair Average Quality
FFW	Food for Work
FIMA	Financial Institute of Management and Accounting
FOB	Free on Board
FPC	Fair Price Card
FPMC	Food Planning & Monitoring Committee
FPMU	Food Planning & Monitoring Unit
FSNIS	Food Security and Nutrition Information System
HIES	Household Income & Expenditure Survey
IBCC	Internal Boat Carrying Contractors
IDA	International Development Agency
IDTS	Inspection, Development & Technical Services
INFS	Institute of Nutrition & Food Science

IRTC	Internal Road Transport Contractor
JDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LICT	Leveraging ICT
LSD	Local Supply Depot
MBF	Ministry Budgetary Framework
MIS&M	Management Information System & Monitoring
MoU	Memorandum of Understanding
MTBF	Mid-Term Budgetary Framework
NAPD	National Academy of Planning and Development
NESS	National E-service System
NFP	National Food Policy
NFPCSP	National Food Policy Capacity Strengthening Program
NFPPOA	National Food Policy Plan of Action
NOA	Notification of Award
OMS	Open Market Sale
PFDS	Public Food Distribution System
PMIS	Personal Management Information System
PMC	Private Major Carrier
RPATC	Regional Public Administration Training Centre
SRW	Soft Red Wheat
SSNP	Social Safety Net Program
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TR	Test Relief
VGD	Vulnerable Group Development
VGF	Vulnerable Group Feeding
WFP	World Food Program

এক নজরে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম (২০১৭-১৮)

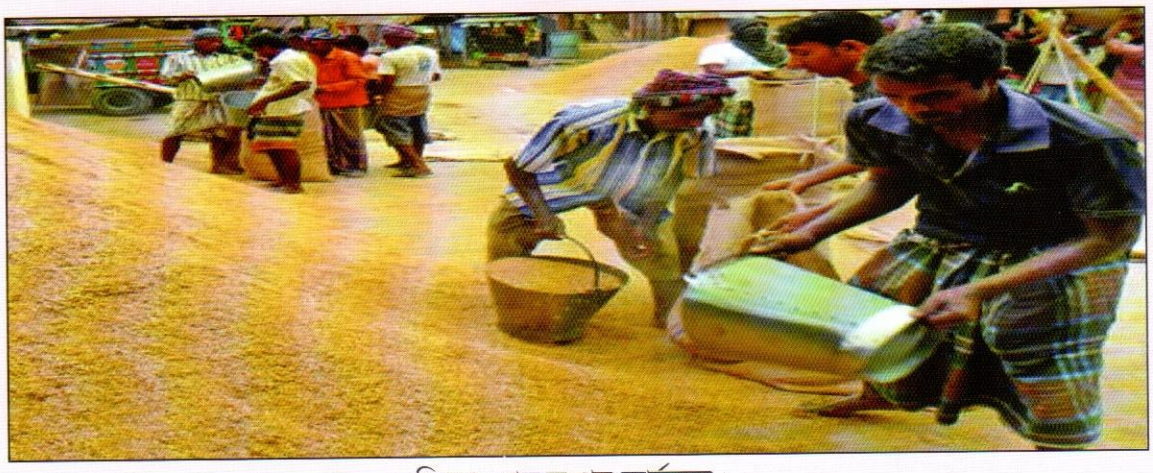

চিত্র-১: ধান সংগ্রহ কার্যক্রম।

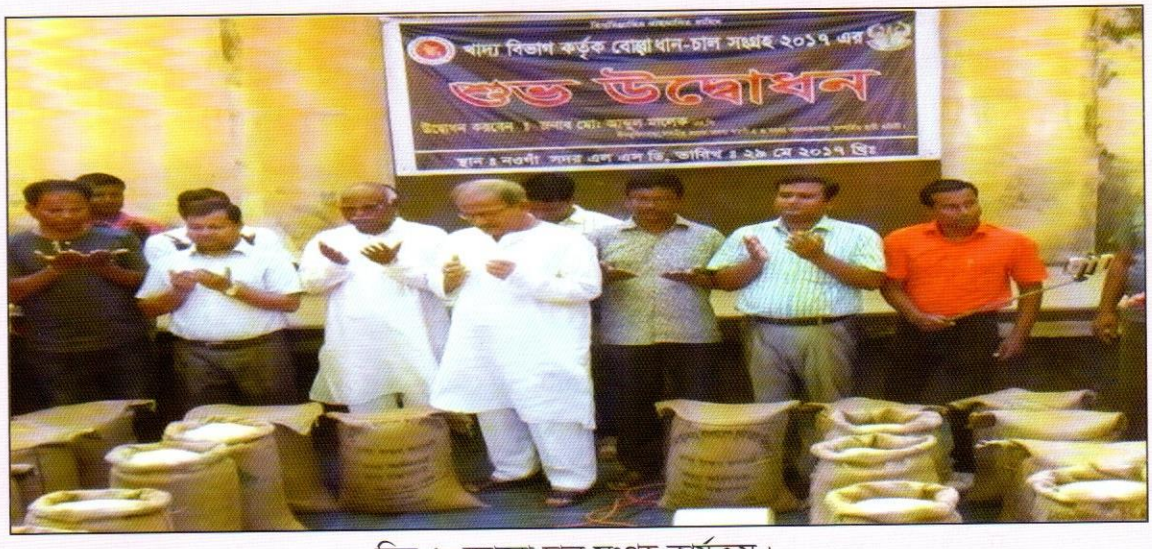

চিত্র-২: বোরো চাল সংগ্রহ কার্যক্রম।

চিত্র-৩: আমন চাল সংগ্রহ কার্যক্রম।

চিত্র-৪: ওএমএস কার্যক্রম।

চিত্র-৫: হতদ্ররিদ্রের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রম।

চিত্র-৬: উন্নয়ন মেলা কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১।	জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, অতিরিক্ত পরিচালক প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- আহবায়ক	
২।	জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক (সংরক্ষণ ও সাইলো) চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৩।	জনাব মাহমুদা আক্তার মৌসুমী সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৪।	জনাব মোঃ সাহিদার রহমান সহকারী উপ-পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৫।	জনাব এইচ এম নজরুল ইসলাম, সহকারী উপ-পরিচালক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৬।	জনাব মোঃ আবদুল হাই, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	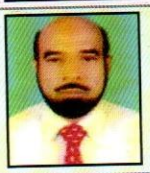
৭।	জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য সচিব	

-ঃ সহযোগিতায় ঃ-

১।	জনাব মোঃ মোর্শেদ আলম, খাদ্য পরিদর্শক সংযুক্তিঃ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	কম্পিউটার মূদ্রণে	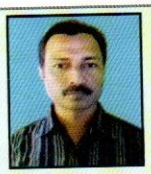
২।	জনাব শংকর চন্দ্র রায়, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ, সংযুক্তিঃ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	কম্পিউটার মূদ্রণে	
৩।	জনাব রতন কুমার ব্যানার্জী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	প্রচ্ছদ অলংকরণে	

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

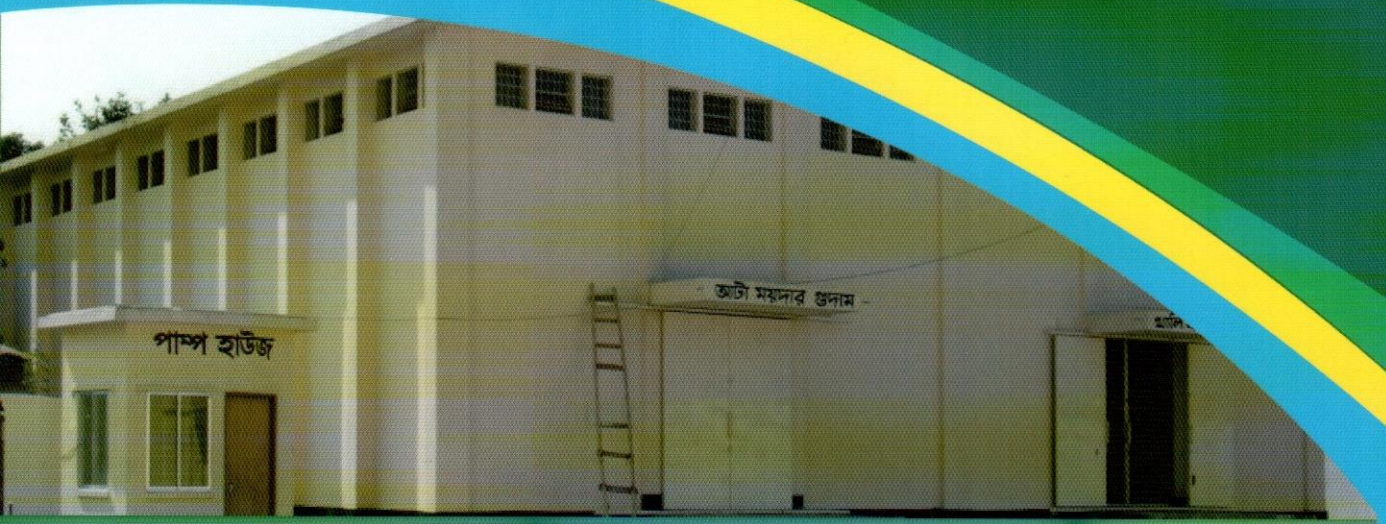

খাদ্য অধিদপ্তর
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd